শ্রীশ্রীগুরু কৃপা হি কেবলম্

হস্ত-পদ-স্বরূপ চিন্তন

শ্রীশ্রীরাধাপ্রেমভিখারীজীউ

প্রকটতিথি— মাঘমাস, বসন্ত পঞ্চমী।

৮৪ ক্রোশ ব্রজমণ্ডলের মানচিত্র প্রণেতা—

শ্রীস্বরূপ দাস বাবা মহারাজ (সঙ্গীতাচার্য্য)

শ্রীশ্রীরাধাপ্রেমভিখারীজীউর সেবাট্রাস্ট,

রাধানগর কলোনি, রাধাকুণ্ড, মথুরা। উঃ প্রঃ।

সঙ্গণকসংস্করণং দাসাভাসেন হরিপার্ষদদাসেন কৃতম্

প্রকাশক— পুলক দেবনাথ ও সমীর দেবনাথ।
গৌরধাম কলোনী, রাধাকুণ্ড।

প্রথম সংস্করণ— অক্ষয় তৃতীয়া— ১৪১১ বাংলা।
তাং— ২২/০৪/২০০৪

প্রাপ্তিস্থান—

১। শ্রীস্বরূপ দাস বাবার আশ্রম, রাধাকুণ্ড।
২। প্রকাশকের নিকট।

শ্রীনিতাই-গৌর কম্পূটর, গৌরধাম কলোনী, রাধাকুণ্ড।

নিবেদন

দীক্ষাগুরু, শিক্ষাগুরু, পিতামাতা এবং বৈষ্ণবগণের চরণে আমার সর্ব্বপ্রথম দণ্ডবৎ প্রণাম। নিবেদন এই যে— প্রথমতঃ— স্মরণের ক্রম সম্বন্ধে যথা— শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু, শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু, শ্রীঅদ্বৈত প্রভু, শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীমতী রাধারাণী। দ্বিতীয়তঃ— চরণচিহ্নের পরে হস্তচিহ্ন। তৃতীয়তঃ— তিন প্রভু এবং শ্রীকৃষ্ণের চরণ তথা হস্ত চিন্তন করিবার সময় প্রথমে দক্ষিণ চরণ, বাম চরণ এবং দক্ষিণহস্ত, বামহস্ত কিন্তু শ্রীমতী রাধারাণীর সময় প্রথমে বাম চরণ, দক্ষিণ চরণ তারপর বামহস্ত, দক্ষিণহস্তকে স্মরণ করিতে হয়।

তাঁহাদের হস্ত এবং চরণের চিহ্নগুলি কমবেশী লক্ষ্য করা যায়। এই চিহ্নগুলি দ্বারা তাঁহাদের স্বরূপ পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন শ্রীকৃষ্ণের চরণদ্বয়ে ঊনবিংশ চিহ্ন, শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর চরণদ্বয়ে দ্বাত্রিংশ চিহ্ন ইত্যাদি। আবার তাঁহাদের অঙ্গের গঠন, পোশাক ও অলঙ্কারাদি দ্বারা শৃঙ্গারের মাধ্যমে তাঁহাদের স্বরূপ পরিচয় পাওয়া যায়। সেইজন্য স্কন্ধ পুরাণ, গৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধান, রূপচিন্তামণি ইত্যাদি গ্রন্থ হইতে প্রমাণ সহিত তাঁহাদের অঙ্গ-হস্ত তথা পদাদির চিহ্ন পরিচয় এইস্থানে বিভিন্ন প্রকার পদাবলী ছন্দ অনুসারে বর্ণন করা হইল। সাধারণ ভক্তদের সুরপরিচয় করাইবার জন্য এখানে কিছু স র গ ম দ্বারা কয়েকটি গান লিপিবদ্ধ করা হইল। কিন্তু কীর্ত্তনীয়াগণ নিজেদের সুবিধা অনুসারে বিভিন্ন প্রকার সুর এবং তালের মাধ্যমে সেইগুলি কীর্ত্তন করিতে পারেন।

পদাবলী সুরের কোন নির্দ্দিষ্ট সরগম নাই। কীর্ত্তনীয়াগণ নিজ নিজ রস আস্বাদন এবং রস প্রচার করাইবার সময় সুর এবং মাত্রাকে পরিবর্ত্তন করাইতে পারেন। সেইজন্য রস আস্বাদনের মাধুর্যকে কখনও পরিবর্ত্তন করেন না। এক একটি গানকে আখর দ্বারা বিস্তার করিতে পারেন, কিন্তু তাহা যেন থাকে সেই নির্দ্দিষ্ট বিষয়ের মধ্যে। গ্রন্থ পাঠে বৈষ্ণবগণ স্বল্প লাভান্বিত হইলেও আমি নিজেকে কৃতার্থ মনে করিব।

কৃপা প্রার্থী

বৈষ্ণব দাসানুদাস— স্বরূপ দাস

শ্রীশ্রীগুর্ব্বাদি বন্দনা

বন্দেহহং শ্রীগুরোঃ শ্রীযুত পদ কমলং শ্রীগুরূন্ বৈষ্ণবাংশ্চ
শ্রীরূপং সাগ্রজাতং সহগণ রঘুনাথান্বিতং তং সজীবম্।
সাদ্বৈতং সাবধূতং পরিজন সহিতং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবং
শ্রীরাধাকৃষ্ণপাদান্ সহগণ ললিতা শ্রীবিশাখান্বিতাংশ্চ।।

শ্রীশ্রীগুরুদেব-ধ্যানম্।

গুরুং গৌরং দ্বিভুজঞ্চ বরদং করুণেক্ষণং
বৃন্দাবনে নিকুঞ্জস্থং কল্পবৃক্ষপ্রমূলকম্।
রাধামাধবয়োঃ প্রেষ্ঠং বিশাখাদি-সমন্বিতং
ব্রজে রামাগণৈর্যুক্তং ভজে পতিতপাবনম্।।

শ্রীশ্রীগুরুরূপসখী-ধ্যানম্।

কৃপা-মকরন্দ-সম্পূর্ণাং শুদ্ধস্বর্ণ-লসদ্রুচম্।
ক্ষীণমধ্যাং পৃথুশ্রোণীং কস্তুরী-তিলকান্বিতাম্।।
তুঙ্গস্তনীং বিধুমুখীং রত্নাভরণ-ভূষিতাম্।
শোণান্তরীয়-চিত্রেন্দু-জ্যোৎস্নাম্বর-বিধারিণীম্।।
হরিন্মণি-চিত-স্বর্ণচূড়িকাং মধুরস্মিতাম্।
সীমন্তোপরি সদ্রত্নামলকালি-লসন্মুখীম্।।
কিশোরীং গোপিকাং রম্যাং রাধিকা-প্রীতিভূষণাং।
সুন্দরীং সুকুমারাঙ্গীং গুরুং ধ্যায়েৎ প্রযত্নতঃ।।

শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর স্বরূপ চিন্তন

দ্বিভুজং সুন্দরং সুস্থং বরাভয়করং বিভুং
সুহাস্যং পুণ্ডরীকাক্ষং দধানং পীতবাসসং।
কৃষ্ণ-কৃষ্ণেতি ভাষন্তং সুখদং সুমনোহরং
যতিবেশধরং সৌম্যং বনমালা-বিভূষিতং।
তারয়ন্তং জনান্ সর্ব্বান্ ভবাম্ভোধের্দয়ানিধিং
গৌরাঙ্গসুন্দরং ভজে নবদ্বীপ-সুধাকরং।

প্রাণ গৌর আছ হে কোথায়।
কোথায় দেখিতে পাব কোথায় কি ভাবে যাব
কৃপা করি বল হে আমায়।। ঐ
এ জগতে পরিচিত জগন্নাথ মিশ্র সুত
শচীর দুলাল সবে কয়।
শ্রীরাধার ভাব লৈয়া নবদ্বীপে উদয় হৈয়া
ব্রজভাবে লীলা বিস্তারয়।।
আজানুলম্বিত বাহু হেমবর্ণে গড়া তুহুঁ
রাধাকৃষ্ণ তোমাতে মিলয়।
তুলসীর মালা পরে ললাটে তিলক করে
হাতে দণ্ড কমণ্ডলু লয়।।
গেরুয়া বসন পরে স্কন্ধেতে ঝোলাটি ধরে
সন্ন্যাসেতে মাথা নেড়া হয়।
স্বরূপ দাসেরে কবে এই ভাবে দেখা দিবে
আশাপথে তোমাকে স্মরয়।।

গা - রে | সা রে নি | সা - গা | মা - ধা | পা - পা | মা - মা
প্রা ঽ ণ | গৌ ঽ র | আ ঽ ছ | হে ঽ কো | থা ঽ ঽ | য় ঽ ঽ

(মা - পা | র্সা - নি | ধা - পা)

মা - পা | নি - ধা | পা - পা | পা - পা
কো ঽ থা | য় ঽ দে | খি ঽ তে | পা ঽ ব

নি - নি | নি - ধা | পা ধা নি | পা ধা মা
কো ঽ থা | য় ঽ কি | ভা ঽ বে | যা ঽ ব

গা - গা | গা - গা | মা - মা | পা - ধা | পা - - | মা - -
কৃ ঽ পা | ক ঽ রি | ব ঽ ল | হে ঽ আ | মা ঽ ঽ | য় ঽ ঽ

গা - গা | গা - গা | গা - গা | গা - গা
এ ঽ জ | গ ঽ তে | প ঽ রি | চি ঽ ত

সা - রে | রে - গা | সা - গা | রে সা নি
জ ঽ গ | ন্না ঽ থ | মি ঽ শ্র | সূ ত ঽ

সা - গা | গা - গা | মা - মা | পা - ধা | পা - পা | পা - পা
শ ঽ চী | র ঽ দু | লা ঽ ল | স ঽ বে | ক ঽ ঽ | য় ঽ ঽ

নি - নি | নি - নি | নি - নি | নি ধা পা
শ্রী ঽ রা | ধা ঽ র | ভা ঽ ব | লৈ ঽ য়া

পা - ধা | ধা - নি | পা নি ধা | পা মা -
ন ঽ ব | দ্বী ঽ পে | উ দ য় | হৈ য়া ঽ

গা - গা | গা - গা | মা - মা | পা - ধা | পা - পা | মা - মা
ব্র ঽ জ | ভা ঽ বে | লী ঽ লা | বি ঽ স্তা | র ঽ ঽ | য় ঽ ঽ

(এ জগতে পরিচিত জগন্নাথ মিশ্রসূত) অর্থাৎ পদের প্রথম লাইনটি নিম্ন দুই প্রকারেও গাওয়া যায়।

নি - নি	নি - নি	নি - নি	নি ধা পা	}
এ S জ	গ S তে	প S রি	চি S ত	
পা - ধা	ধা - নি	পা - নি	ধা পা মা	}
জ S গ	ন্না S থ	মি S শ্র	সূ ত S	
সাঁ - রেঁ	সাঁ নি নি	নি - নি	নি ধা-	}
এ S জ	গ S তে	প S রি	চি S ত	
পা - ধা	ধা - নি	পা - নি	ধা পা মা	}
জ S গ	ন্না S থ	মি S শ্র	সূ ত S	
x		0		

লোফা তাল — ৬ মাত্রা, ২ তালে ১২ মাত্রা

১ ২ ৩	৪ ৫ ৬	১ ২ ৩	৪ ৫ ৬
ধি ক্ দা	দা ধি না	তা ক্ তা	তা খে টা
x	0	x	0

শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর স্বরূপ চিন্তন

বিদ্যুদ্দাম-মদাভিমর্দ্দন-রুচিং বিস্তীর্ণ-বক্ষঃস্থলং
প্রেমোদঘূর্ণিত-লোচনাঞ্চল-লসৎ-স্মেরাভিরম্যাননং।
নানাভূষণ-ভূষিতং সুমধুরং বিভ্রদঘনাভাম্বরং
সর্ব্বানন্দকরং পরং প্রবর-নিত্যানন্দচন্দ্রং ভজে।।

জয় জয় নিত্যানন্দ দয়ার সাগর।
কৃপা করি কর মোরে ভবসিন্ধু পার।।
বলরাম ছিলে তুমি হলে নিত্যানন্দ।
অবধূত বলে কেহ পায় ত আনন্দ।।

নিতাই ভজিয়া যিনি শ্রীগৌরাঙ্গ ভজে।
ভাবযোগ্য দেহ লৈয়া কৃষ্ণ পায় ব্রজে।।
হাড়াই পণ্ডিত পিতা মাতা পদ্মাবতী।
জাহ্নবা বসুধা নামে তব দুই সতী।।
নীল বস্ত্র স্কন্ধে ঝুলে গলে বনমালা।
কর্ণেতে কুণ্ডল দোলে হয়ে জগৎ আলা।।
ললাটে তিলক আর চন্দনে চর্চিত।
কটিতে কাঁচনী খানি দেখিতে শোভিত।।
ঈষৎ অরুণ বর্ণ স্বর্ণাকৃতি দেহ।
তাতে শোভে অলঙ্কার দেখিতে উৎসাহ।।
এইভাবে দেখা দিও বলি বার বার।
তুমি ছাড়া গতি নাই স্বরূপ দাসের।।

পা -	পা - পা	মা পা	গা - মা	পা -	নি - নি	সাঁ -	সাঁ- সাঁ
জ য়	জ S য়	নি ত্যা	ন S ন্দ	দ য়া	র S সা	গ S	র S S
সাঁ রেঁ	সাঁ- নি	ধা পা	মা - গা	গা মা	পা - মা	গা রে	সা- সা
কৃ পা	ক S রি	ক র	মো S রে	ভ ব	সি S ন্ধু	পা S	র S S
				(গা মা	পা - নি	সাঁ -	সাঁ-সাঁ)
সা রে	সা - নি়	সা গা	মা - গা	গা মা	পা - মা	গা রে	সা- সা
ব ল	রা S ম	ছি লে	তু S মি	হ লে	নি S ত্যা	ন S	ন্দ S S
সাঁরেঁ	সাঁ - নি	ধা পা	মা - গা	গা মা	পা - মা	গা রে	সা - সা
অ ব	ধূ S ত	ব লে	কে S হ	পা য়	ত S আ	ন S	ন্দ S S
x	2	0	3	x	2	0	3

ঝাপ তাল — ১০ মাত্রা

১ ২	৩ ৪ ৫	৬ ৭	৮ ৯ ১০
ধি ধা	ধি ধি ধা	খেত্ তাক্	ধি ধি ধা
x	2	0	3

মা গা রে নি	সা - সা -	পা - পা -	মা পা মা গা
জ য় জ য়	নি ত্যা ন ন্দ	দ য়া র সা	গ S র S
মা পা - মা	পা নি সা -	নি - ধা পা	মা পা মা গা
কৃ পা ক রি	ক র মো রে	ভ ব সি ন্ধু	পা S র S
মা পা নি -	সা - সা -	নি সা রে -	সা নি ধা পা
ব ল রা ম	ছি লে তু মি	হ লে নি ত্যা	ন S ন্দ S
সা - সা রে	সা নি ধা পা	নি - ধা পা	মা পা মা গা
অ ব ধূ ত	ব লে কে হ	পা য় ত আ	ন S ন্দ S
x	0	x	0

কাহার্বা তাল — ৮ মাত্রা

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
ধা	কি	না	কি	না	ক	ঝি	না

			(গা রে সা)
গা - গা -	রে গা রে সা	রে - রে পা	মা - - -
জ য় জ য়	নি ত্যা ন ন্দ	দ য়া র সা	গ S র S
পা নি ধা পা	পা - ধা পা	মা গা রে পা	মা - - -
কৃ পা ক রি	ক র মো রে	ভ ব সি ন্ধু	পা S র S
x	0	x	0

কাহার্বা তাল — ৮ মাত্রা

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
ধা	কি	না	কি	না	ক	ঝি	না
X				0			

শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর স্বরূপ চিন্তন

অদ্বৈতং হরিণাদ্বৈতমাচার্য্যং দ্বিজরূপিণম্।
তপ্তকাঞ্চন-বর্ণাভং প্রেমানন্দ স্মিতাননম্।।
শুক্লাম্বর-ধরং গৌরভক্তি-লম্পট-মানসম্।
দ্বিনেত্রং দ্বিভুজং শান্তং ধ্যায়েদখিল-সিদ্ধিদং।।

শ্রীঅদ্বৈত চন্দ্র প্রভু দয়ার সাগর।
তব কৃপা বলে পাই গৌরাঙ্গ সুন্দর।।
চতুর্ভূজ রূপে তুমি মহাবিষ্ণু হও ।
সেই তুমি এইস্থানে দ্বিভূজ দেখাও।।
গঙ্গাজল তুলসিতে পূজা করিয়া।
গঙ্গাতটে ধ্যান কর প্রভুর লাগিয়া।।
সেই কারণেতে এবে গোলোক হইতে।
ভূলোকে উদয় হয় গৌরাঙ্গ নামেতে।।
তোমার পিতার নাম কুবের পণ্ডিত।
নাভাদেবী মাতা হয় জগতে বিদিত।।
মস্তকের কেশ সাদা, সাদা গোফ - দাড়ি।
শ্বেতবর্ণ বসনটি শরীর উপরি।।

সোনার বরণ দেহ্ যজ্ঞ সূত্রধারী।
ফুলমালা চন্দনেতে যায় বলিহারী।।
সীতাপতি এইরূপে দেখা যদি কর।
জনম সার্থক হবে স্বরূপ দাসের।।

পা - ধা র্সা	র্সা র্গা র্রে র্সা	নি - ধা পা	নি - - -
শ্রী অ দ্বৈ ত	চ ন্দ্র প্র ভু	দ য়া র সা	গ ऽ ऽ র
গা মা পা ধা	পা র্সা নি ধা	নি ধা গা মা	পা - - -
ত ব কৃ পা	ব লে পা ই	গৌ রা ঙ্গ সু	ন্দ ऽ ऽ র
র্সা নি ধা পা	পা ধা নি পা	মা রে মা পা	পা - - -
চ তু র্ভু জ	রূ পে তু মি	ম হা বি ষ্ণু	হ ऽ ও ऽ
সা - সা রে	নি - ধা পা	মা গা রে সা	রে - - -
সে ই তু মি	এ ই স্থা নে	দ্বি ভু জ দে	খা ऽ ও ऽ
x	0	x	0

কাহার্বা তাল — ৮ মাত্রা

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
ধা	কি	না	কি	না	ক	ঝি	না
x				0			

পঞ্চতত্ত্বের স্বরূপ চিন্তন

পঞ্চতত্ত্বাত্মক কৃষ্ণ এক করি মান।
তাঁহাদের কথা সবে মন দিয়া শুন।।
শ্রীগৌরাঙ্গ নিত্যানন্দ সঙ্গে শ্রীঅদ্বৈত।
গদাধর শ্রীনিবাস এই পঞ্চতত্ত্ব।।

ভক্তরূপ স্বয়ং হয় শ্রীগৌরাঙ্গ চন্দ্র।
ভক্ত স্বরূপেতে হয় নিত্যানন্দ চন্দ্র।।
ভক্ত অবতারে হয় প্রভু শ্রীঅদ্বৈত।
ভক্ত নামে পরিচিত শ্রীবাস পণ্ডিত।।
ভক্ত শক্তি রূপে হয় শ্রীল গদাধর।
পঞ্চতত্ত্ব কথা হয় এই ত প্রকার।।
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যকে মহাপ্রভু কয়।
নিত্যানন্দ , অদ্বৈতকে প্রভুতে জানয়।।
তাঁহাদের ব্রজধামে যেই নাম হয়।
সেইভাবে এইস্থানে লিখিত যে হয়।।
রাধাকৃষ্ণ এক আত্মা গৌরাঙ্গে মিলিত।
বলরাম , নিত্যানন্দ নামে পরিচিত।।
মহাবিষ্ণু নামে যিনি কারণ সাগরে।
অদ্বৈত আচার্য্য নামে নদীয়া বিহরে।।
নারদ ঋষির নাম শ্রীবাস নামেতে।
রাধাশক্তি গদাধর আছয়ে জগতে।।
তাঁহাদের এই ভাবে চিন্তা যিনি করে।
তাঁহার চরণ ধূলি দিও স্বরূপেরে।।

(নি - ধ -)			
গা মা পা -	পা - পা -	মা ধা পা ধা	মা পা গা -
প ঞ্চ ত ত্ত্বা	ত্ত্ব ক কৃ ষ্ণ	এ ক ক রি	মা S ন S
গা পা মা পা	গা মা রে সা	সা রে পা মা	গা - গা -
তাঁ হা দে র	ক থা স বে	ম ন দি য়া	শু S ন S
x	0	x	0

কাহার্বা তাল — ৮ মাত্রা

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
ধা	কি	না	কি	না	ক	ঝি	না
x				0			

অথবা— দাস পাহিড়া তালে গাইতে ও বাজাইতে পারেন।

দাস পাহিড়া ১৬ মাত্রা

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
খিন্ ত্রেখে	নাক্ ঝিন্	ই জা	গি জা	ধেই	আ	তেটে	তা
x				0			

শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ চিন্তন

কস্তূরীতিলকং ললাটপটলে বক্ষঃস্থলে কৌস্তুভং
নাসাগ্রে বরমৌক্তিকং করতলে বেণুং করে কঙ্কণং
সর্ব্বাঙ্গে হরিচন্দনং সুললিতং কণ্ঠে চ মুক্তাবলী
গোপস্ত্রীপরিবেষ্টিতো বিজয়তে গোপালচূড়ামণিঃ।।

জয় জয় জয় রাধা মদনমোহন।

বিগ্রহ দর্শন করি মনে মনে চিন্তা করি
সাক্ষাৎ পাইব কবে তব দরশন।। ঐ

মোহন মুরলী হাতে চাঁচর চিকুর মাথে
কেশর তিলক আমি দেখিব কখন। ঐ

মাথায় মোহন চূড়া মণি মুক্তা দ্বারা গড়া

ময়ূরের পাখা তাতে দেখিব কখন। ঐ

গলে ফুল মালা দোলে কর্ণেতে কুণ্ডল ঝুলে

বাহুদেশে বাজুবন্ধ দেখিব কখন। ঐ

স্কন্ধেতে উড়না উড়ে পীতবস্ত্র অঙ্গে পরে

কোমরেতে কটিবন্ধ দেখিব কখন। ঐ

কোমরে কিঙ্কিণী সাজে হস্তের বলয়া বাজে

চরণে নূপুর ধ্বনি শুনিব কখন। ঐ

চরণে চরণ দিয়া বামেতে শ্রীরাধা নিয়া

ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিতে আমি দেখিব কখন। ঐ

যমুনার তটস্থলে কদম্বের বৃক্ষ মূলে

যুগল মূরতি খানি দেখিব কখন। ঐ

তেরছ চাহনি দিয়ে শ্যাম বরণ হয়ে

এই ভাবে স্বরূপে কি পাবে দরশন। ঐ

	(নি -)		
গা - মা	পা - পা	গা - গা	রে — রে
জ S য়	জ S য়	জ S য়	রা S ধা
মা - গা	রে - নি	সা — -	- - -
ম S দ	ন S মো	হন S S	S S S
পা - পা	গা - মা	পা নি -	র্সা - -
বি S গ্র	হ্ S দর	শ ন S	ক S রি
নি - র্সা	র্গা - র্রে	র্সা নি -	ধা - পা
ম S নে	ম S নে	চি S ন্তা	ক S রি
র্সা - র্সা	র্সা - র্রে	র্সা - নি	ধা - পা
সা S ক্ষা	ত S পা	ই S ব	ক S বে

গা - গা	মা - মা	পা - -	- - -
ত S ব	দ S র	শন্ S S	S S S
x	0	x	0

লোফা তাল — ৬ মাত্রা, ২ তালে ১২ মাত্রা

১ ২ ৩	৪ ৫ ৬	১ ২ ৩	৪ ৫ ৬
ধি কৃ দা	দা ধি না	তা কৃ তা	তা খে টা
x	0	x	0

শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ চিন্তন

জয় জয় শ্যামসুন্দর মদনমোহন বৃন্দাবন চন্দ্র।
জয় জয় শ্যামসুন্দর মদনমোহন

সুন্দর সুন্দর	সবই সুন্দর	শ্যামসুন্দর	মদনমোহন।
চরণে নূপুর	সুন্দর	”	”
কোমরে কিঙ্কিণী	”	”	”
গলে বন মালা	”	”	”
হাতে মোহন বংশী	”	”	”
অধরে মুরলী	”	”	”
নয়নে চাহনী	”	”	”
অলকায় তিলকা	”	”	”
মাথে মোহন চূড়া	”	”	”
চূড়ায় ময়ূর পাখা	”	”	”
বসন সুন্দর ভূষণ	”	”	”
ত্রিভঙ্গ মুরতি	”	”	”

বামেতে শ্রীরাধা	সুন্দর	শ্যামসুন্দর মদনমোহন।	
যুগল মুরতি	”	”	”
সুন্দর সুন্দর সবই	”	”	”

			(সা - সা)
রে মা - পা	পা - পা -	র্সা - নি ধা	পা মা গা সা
ধা নি ধা পাধা	পা - ধ -	র্সা - নি ধানি	ধা পা নি -
শ্যা ম সু ন্দর	ম দন মো হন	বৃ ন্দা ব ন	চ ন্দ্র জয় জয়

ধা র্সা নি র্সা	ধা পা মা গাসা	রে মা মা পা	পা - পা -
চ র নে নূ	পু র সু ন্দর	শ্যা ম সু ন্দর	ম দন মো হন
x	0	x	0

কাহার্বা তাল — ৮ মাত্রা

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
ধা	কি	না	কি	না	ক	ঝি	না
x				0			

শ্রী মতী রাধারাণীর স্বরূপ চিন্তন

তপ্তস্বর্ণপ্রভাং রাধাং সর্ব্বালঙ্কারভূষিতাং।
নীলবস্ত্রপরিধানাং ভজে বৃন্দাবনেশ্বরীং।।

রাধে কৃষ্ণ রাধে কৃষ্ণ রাধে কৃষ্ণ স্মররে।
শ্যামের বামে শ্রীরাধিকা
নয়ন ভরিয়া হেররে।। ঐ

রাধার পিতা, বৃষভানু, কীর্ত্তিদা মাতা জানরে।
তপ্ত কাঞ্চন, গৌরাঙ্গী রাধে, বৃন্দাবনেশ্বরীরে ।। ঐ
শ্যাম শক্তি, অর্দ্ধ অঙ্গী, আছয়ে ভূবন মাঝেরে।
শ্যামে মতি, শ্যামে রতি, শ্যামপানে চেয়ে হাসেরে ।। ঐ
নীল বস্ত্র, অঙ্গে শোভিত, রাধা রাসেশ্বরীরে।
অলঙ্কারে, অঙ্গটি ভূষিত, চিন্ত শুদ্ধমন করিরে।। ঐ
চরণে নূপুর, হস্তের বলয়া, কোমরে কিঙ্কিণী বাজেরে।
নাকে নাকছাবি, গলে বনমালা, হেরিবে স্বরূপে কবেরে ।। ঐ

গা - রে	সা - সা	নি় রে সা	নি় ধা় নি়
রা ঽ ধে	কৃ ঽ ষ্ণ	রা ঽ ধে	কৃ ঽ ষ্ণ
সা - সা	সা - সা	সা রে গা	- - -
রা ঽ ধে	কৃ ঽ ষ্ণ	স্ম র রে	ঽ ঽ ঽ
মা - মা	মা - মা	গা - মা	রে গা সা
শ্যা মে র	বা ঽ মে	শ্রী ঽ রা	ধি ঽ কা
সা - গা	রে সা রে	নি় - সা	- - -
ন য় ন	ভ রি য়া	হে র রে	ঽ ঽ ঽ
নি় - পা়	নি় - সা	সা - সা	সা - সা
রা ধা র	পি ঽ তা	বৃ ঽ ষ	ভা ঽ নু
সা - সা	সা - সা	সা রে গা	- - -
কী র্ত্তি দা	মা ঽ তা	জা ন রে	ঽ ঽ ঽ

(পা - পা)			
মা - মা	মা - মা	গা - মা	রে গা সা
ত প্ ত	কা ঞ্চ ন	গৌ রা ঙ্গী	রা ऽ ধে
সা - গা	রে সা রে	নি - সা	- - -
বৃ ऽ ন্দা	ব ऽ নে	শ্ব রী রে	ऽ ऽ ऽ
x	0	x	0

লোফা তাল — ৬ মাত্রা, ২ তালে ১২ মাত্রা

১ ২ ৩	৪ ৫ ৬	১ ২ ৩	৪ ৫ ৬
ধি ক্ দা	দা ধি না	তা ক্ তা	তা খে টা
x	0	x	0

শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর পদদ্বয় স্মরণ

যবমঙ্গুষ্ঠমূলে চ তত্তলে চাতপত্রকম্। অঙ্গুষ্ঠ তর্জনী - সন্ধিভাগস্থামূর্ধ্বরেখিকাম্। সুকুঞ্চিতাং সূক্ষ্মরূপাং স্মর রে মে মনঃ সদা।। তর্জন্যাস্তু তলে দণ্ডং বারিজং মধ্যমাতলে। তত্তলে পর্বতাকারং তত্তলে চ রথং স্মর।। রথস্য দক্ষিণে পার্শ্বে গদাং বামে চ শক্তিকাম্। কনিষ্ঠায়াস্তলেঽঙ্কুশং তত্তলে কুলিশং স্মর।। বেদিকাং তত্তলে ব্যাপ্তাং তত্তলে কুণ্ডলং ততঃ। এতচ্চিহ্নতলে দীপ্তং স্বস্তিকানাং চতুষ্টয়ম্ অষ্টকোণ-সমাযুক্তং সন্ধৌ জম্বু-চতুষ্টয়ম্। অসব্যাঙঘ্রৌ মহালক্ষ্ম স্মর গৌরহরের্ম্মনঃ।। অথ বামপদাঙ্গুষ্ঠমূলে শঙ্খং তলেঽপ্যরিম্। মধ্যমাতল আকাশং তদ্দ্বয়াধো ধনুঃ স্মর।। গুণেন রহিতং চাপং বলয়াং মণিমূলকে। কনিষ্ঠায়াস্তলে চৈকং সুশোভন-কমণ্ডলুম্।। তস্য তলে গোষ্পদাখ্যং সৎপতাকাং ধ্বজাং পুনঃ। চিন্তয় তত্তলে পুষ্পং বল্লীং তস্য তলে স্মর।।

গোষ্পদস্য তলেঽপ্যেকং ত্রিকোণাকৃতি মণ্ডলম্। চিন্তয় তত্তলে কুম্ভান্ চতুরঃ সুমনোরমান্।। তেষাং মধ্যে চার্দ্ধচন্দ্রং তলে কূর্ম্মং সুশোভনম্। শফরীং তত্তলে রম্যাং তস্যা হি দক্ষিণে পুনঃ।। কূর্ম্মস্য তুল্যভাগে তু নিম্নে ঘটতলেঽপি চ। মনোরমাং পুষ্পমালাং স্মর বামাঙ্ঘ্রিপঙ্কজে। ইতি দ্বাত্রিংশচ্চিহ্নানি গৌরাঙ্গস্য পদাব্জয়োঃ।। (গৌঃ বৈঃ অঃ হইতে)

অনুবাদ— শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর দক্ষিণ চরণের অঙ্গুষ্ঠমূলে যব, তত্তলে ছত্র, অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জনীর মধ্য থেকে অর্দ্ধ চরণ পর্য্যন্ত ঊর্দ্ধরেখা, তর্জনীর তলদেশে দণ্ড, মধ্যমার নিম্নদেশে পদ্ম, তন্নিম্নে পর্বত,তত্তলে রথ, রথের দক্ষিণ পার্শ্বে গদা ও বামে শক্তি। কনিষ্ঠার নিম্নে অঙ্কুশ, তন্নিম্নে বজ্র, তত্তলে বেদী, তত্তলে কুণ্ডল, তন্নিম্নে স্বস্তিক চতুষ্টয় এবং মধ্যে অষ্টকোণ, তাহার চারকোণে চারটি পক্বজম্বু ফল, সুশোভিত। শ্রীগৌরহরির এই ষোলটি চিহ্ন দক্ষিণ চরণে বিরাজিত— হে মন! সদা স্মরণ কর।

বাম চরণে— অঙ্গুষ্ঠ তলে শঙ্খ, তত্তলে চক্র, মধ্যমার নীচে আকাশ, তন্নিম্নে গুণরহিত ধনুঃ, অনামিকার তলে বলয়, তত্তলে গোষ্পদ, কনিষ্ঠার নীচে কমণ্ডলু, তন্নিম্নে ধ্বজাসহ পতাকা, পতাকার তলে পুষ্প, তত্তলে বল্লী (পুষ্পলতা), গোষ্পদের তলে ত্রিকোণ মণ্ডল, তত্তলে চারটি কুম্ভ, তারমধ্যে অর্দ্ধচন্দ্র, তত্তলে কূর্ম্ম, কূর্ম্মের দক্ষিণে মাল্য ও নীচে মৎস্য। শ্রীমন্মহাপ্রভুর বামচরণে এই ষোলটি চিহ্ন বিরাজিত। হে মন! তুমি তাহা স্মরণ কর।
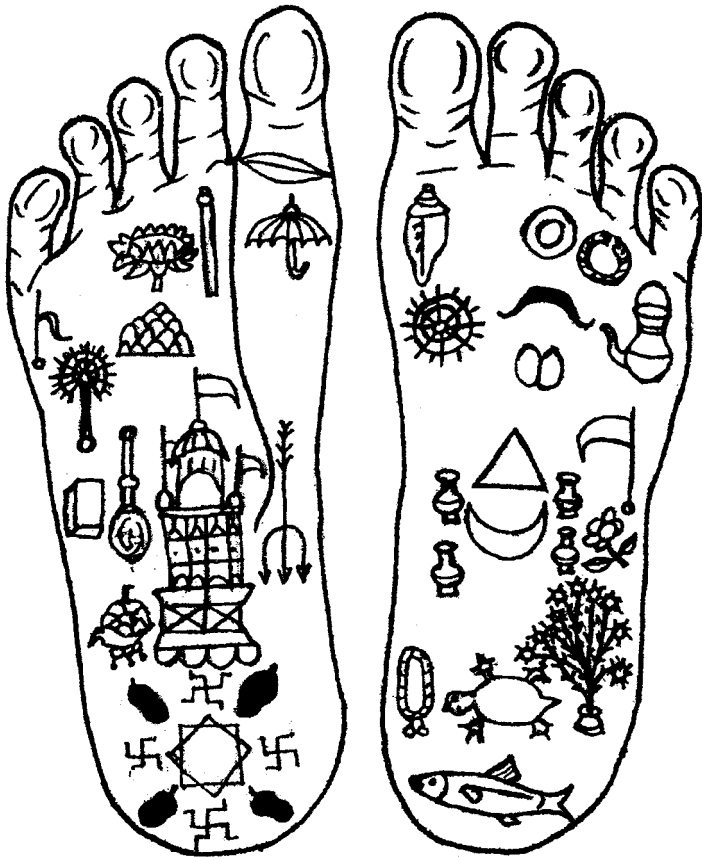
শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর চরণ চিহ্ন

গৌরাঙ্গের পদতলে যেন পদ্ম সুকোমলে
দ্বাত্রিংশ চিহ্ন দেখা যায়।
স্মরণ করিযে আমি কৃপা করি দেহ তুমি
ওরাঙ্গা চরণ তলে ছায়।।
দক্ষিণ চরণ তলে ষোড়শটি চিহ্ন মিলে
একে একে করিব চিন্তন।
বৃদ্ধ অঙ্গুলীর মূলে যবচিহ্ন তার তলে
ছত্রখানি সুন্দর দর্শন।।
বৃদ্ধ এবং তর্জনীর মধ্য থেকে সুবিস্তার
চরণের মধ্যে গিয়া স্থিতি।
নাম তার ঊর্দ্ধরেখা হইল চরণে দেখা
বার বার করিযে প্রণতি।।
দণ্ড তর্জনীর নীচে পদ্ম মধ্যমার নীচে
তার নীচে পর্ব্বতটি হয়।
পর্ব্বতের নীচে হয় রথখানি শোভাময়
দেখি মনে আনন্দ বাড়য়।।
গদাটি রথের ডানে শক্তিটি রথের বামে
কনিষ্ঠার নীচে অঙ্কুশটি।
তার নীচে বজ্র হয় তার নীচে বেদী হয়
তার নীচে দেখি কুণ্ডলটি।।
গোড়ালির মধ্যস্থলে অষ্টকোণ দেখা দিলে
অষ্টকোণে অষ্ট চিহ্ন হয়।
একের পরেতে এক পাকা জাম স্বস্তিক
শোভার বালাই দেখা যায়।।

বাম চরণের তলে ষোড়শটি চিহ্ন মিলে
ক্রমে ক্রমে দেখিব প্রতিটি।
বৃদ্ধ অঙ্গুলীর তলে শঙ্খ চিহ্ন দেখা দিলে
তারতলে দেখিব চক্রটি।।
মধ্যমার তলে হয় আকাশটি শোভাময়
তারতলে ধনু দেখা যায়।
রজ্জুহীন ধনুতলে গোষ্পদ দেখা দিলে
শোভার বালাই দেখা যায়।।
অনামিকাটির তলে বলয়টি দেখা দিলে
কমণ্ডলু কনিষ্ঠার তলে।
তারতলে পতাকাটি তারতলে পুষ্পটি
এইভাবে দরশন দিলে।।
গোষ্পদের নীচে হয় ত্রিকোণটি শোভাময়
তার নীচে দেখি অর্দ্ধচন্দ্র।
চন্দ্রটির দুই দিকে চারখানি কুম্ভ থাকে
তাহা দেখি হইল আনন্দ।।
চন্দ্রমার নীচে হয় কুর্ম্মখানি শোভাময়
কুর্ম্মের দক্ষিণে মালা হয়।
কুর্ম্মের উত্তরে হয় পুষ্পলতা শোভাময়
গোড়ালিতে মৎস্যটি শোভয়।।
এইভাবে সদা যেন স্বরূপ দাসের মন
গৌরাঙ্গ চরণে মতি হয়।
এই কামনাটি বিনে এই ভরসাটি বিনে
তব পদে কিছু নাহি চায়।।

শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর হস্তদ্বয় স্মরণ

দক্ষিণকর-তর্জনী -মধ্যমাঙ্গুলীমধ্যতঃ। আকরভাবধেরায়ুরেখাং গৌরো বিভর্ত্তি চ। তর্জন্যঙ্গুষ্ঠসন্ধিতঃ সৌভাগ্যরেখিকাং তথা। সুমণিবন্ধমারভ্য বক্রগত্যোত্থিতান্তু হ।। তর্জন্যঙ্গুষ্টয়োঃ সন্ধৌ সৌভাগ্যরেখয়া সহ। ভক্তভোগ-প্রদানায় ভোগরেখাং বিভর্ত্তি সঃ। অঙ্গুলীনাং পুরঃ পঞ্চ পদ্মানি ধরতি প্রভুঃ। অঙ্গুষ্ঠস্য তলে যবং চক্রং ধরতি তত্তলে।। ভক্তদুঃখাদ্রি-নাশায় ধত্তে বজ্রঞ্চ তত্তলে। বজ্রস্যাধঃ কমণ্ডলুং তর্জন্যাশ্চ তলে ধ্বজম্।। তত্তলে চামরং ধত্তেঽপ্যসিঞ্চ মধ্যমাতলে। অনামিকাধঃ পরিঘং শ্রীবৃক্ষঞ্চ ততঃ পরম্।। স্বভক্তারি-বিনাশায় বাণং ধরতি তত্তলে। কনিষ্ঠায়াস্তলেঽঙ্কুশং প্রাসাদং তত্তলে শুভম্।। ভক্তজয়ঘোষণায় দুন্দুভিং ধত্তে তত্তলে। মণিবন্ধোপরি প্রভুর্দ্বৌ শকটৌ দধাতি চ।। তদূর্দ্ধে ধনুষং ধত্তে ভক্তজনারিনাশনম্।। শ্রীগৌরাঙ্গ -মহাপ্রভোরিতি দক্ষকরং স্মর।। বামকরে ত্রিরেখিকাং পূর্ববচ্চ সদা স্মর। অঙ্গুলীনাং পুরঃ পঞ্চ শঙ্খান্ ধত্তে মনোহরান্।। অঙ্গুষ্ঠস্য তলে পদ্মং তত্তলে মালিকাং স্মর। ছত্রঞ্চ তর্জনীতলে মধ্যমায়াস্তলে হলম্। তথা চানামিকাতলে দধাতি কুঞ্জরং প্রভুঃ। কনিষ্ঠাধশ্চ তোমরং তত্তলে যূপকং স্মর।। ব্যজনং তত্তলে জ্ঞেয়ং তত্তলে স্বস্তিকং শুভম্। পরমায়ু স্তলেঽশ্বঞ্চ সৌভাগ্যস্য তলে বৃষম্।। মণিবন্ধে ঝষং ধত্তে তদূর্ধ্বেচার্দ্ধচন্দ্রকম্। শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভোর্বামকরমিতি স্মর।। (গৌ০ বৈ০ অ০)

অনুবাদ— শ্রীমন্মহাপ্রভুর দক্ষিণ হস্তের তর্জনী ও মধ্যমা অঙ্গুলীর মধ্য হইতে করভ পর্য্যন্ত পরমায়ু রেখা, তর্জনী অঙ্গুষ্ঠ মধ্য হইতে সৌভাগ্যরেখা ও মণিবন্ধ হইতে ঈষৎ বক্রভাবে তর্জনী অঙ্গুষ্ঠ মধ্যে ভক্ত ভোগসুখ প্রদান জন্য ভোগরেখা। অঙ্গুলীর অগ্রভাগে পাঁচটি পদ্ম ধারণ করিয়াছেন, অঙ্গুষ্ঠ নীচে যব, তন্নিম্নে চক্র, তন্নিম্নে ভক্তের

দুঃখ বিনাশ নিমিত্ত বজ্র, বজ্রের নীচে কমণ্ডলু ও তর্জনীর নীচে ধ্বজা সুশোভিত, ধ্বজার নীচে চামর, মধ্যমার নীচে অসি, অনামিকার নীচে পরিঘ, তত্তলে বৃক্ষ , তত্তলে ভক্ত শত্রু বিনাশজন্য বাণ, কনিষ্ঠার নীচে অঙ্কুশ, তত্তলে মনোরম প্রাসাদ, তত্তলে " ভক্তের জয় " ঘোষণার জন্য দুন্দুভি ও মণিবন্ধের উপরে দু'টি শকট, তদুপরি ভক্ত শত্রু বিনাশকারী ধনুঃ, এই প্রকার দক্ষিণ করতলে ঊনবিংশ চিহ্ন স্মরণীয়।

বামকরে — ডান হস্তের মতই তিনটি রেখা ও পাঁচ অঙ্গুলী পর্বাগ্রে পাঁচটি শঙ্খ স্মরণ করিব। অঙ্গুষ্ঠ নিম্নে কমল, তত্তলে মালা, তর্জনীর নীচে ছত্র ও মধ্যমার নীচে হল স্মরণ করিব। অনামিকা তলে হস্তী, কনিষ্ঠা নীচে তোমর, তত্তলে যূপ, তত্তলে ব্যজন, তত্তলে স্বস্তিক, পরমায়ু রেখার নীচে অশ্ব, সৌভাগ্য রেখার নীচে বৃষ, মণিবন্ধোপরি মৎস্য, তদুপরি অর্দ্ধচন্দ্র এই প্রকার বামহস্তে সপ্তদশ চিহ্ন বিরাজিত। হে মন ! সদা সর্ব্বদা তাহা স্মরণ কর।।
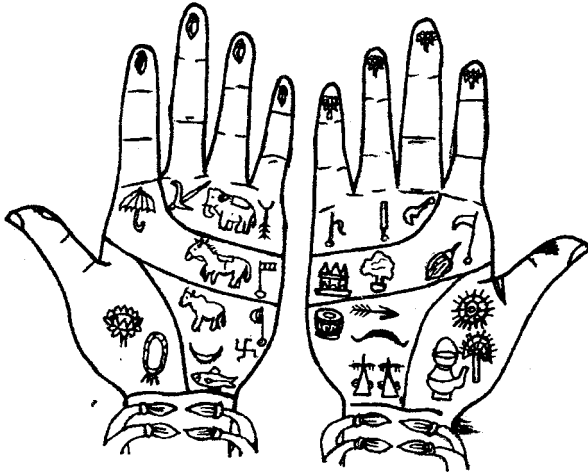
শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর হস্ত চিহ্ন

গৌরাঙ্গের হস্তদ্বয় সপ্তত্রিংশ চিহ্নময়
দেখি আমি নয়ন ভরিয়া।
তাপিত হৃদয় খানি শীতল হইবে জানি
শাস্ত্রে তুমি দিয়াছ লিখিয়া।।
দক্ষিণ হস্তের তলে ঊনবিংশ চিহ্ন মিলে
একে একে করিব চিন্তন।
পাঁচখানি অঙ্গুলীতে পর্বঅগ্রে সুশোভিত
পাঁচখানি পদ্মের দর্শন।।
বৃদ্ধ অঙ্গুলীর মূলে যব চিহ্ন তার তলে
চক্রচিহ্নটিকে দেখা যায়।
তার নীচে বজ্র হয় বজ্রের দক্ষিণে হয়
কমণ্ডলু অতি শোভাময়।।
তর্জনীর নীচে হয় ধ্বজা চিহ্ন শোভাময়
তার নীচে চামরটি হয়।
মধ্যমার নীচে হয় অসিখানি শোভাময়
দেখি মনে আনন্দ বাড়য়।।
অনামিকাটির নীচে পরিঘটি তার নীচে
অশ্বত্থ বৃক্ষটি দেখা যায়।
কনিষ্ঠার নীচে হয় অঙ্কুশটি শোভাময়
তার নীচে প্রাসাদটি হয়।।
তর্জনী ও মধ্যমার সন্ধিস্থল হতে যার
করভ পর্য্যন্ত রেখা হয়।
পুরাণেতে এইটাকে পরমায়ু রেখা রাখে
তাহা দেখি আনন্দিত হয়।।

তর্জনী ও অঙ্গুষ্ঠার মধ্যস্থল হতে যার
করভ পর্য্যন্ত রেখা হয়।
পুরাণেতে এইটাকে সৌভাগ্য রেখা রাখে
তাহা দেখি আনন্দিত হয়।।
তর্জনী ও অঙ্গুষ্ঠার মধ্যস্থল হতে যার
মণিবন্ধ তক রেখা হয়।
পুরাণেতে এইটাকে ভোগরেখা বলে থাকে
তাহাদেখি আনন্দিত হয়।।
সৌভাগ্য রেখার নীচে বাণখানি শোভে আছে
রজ্জুহীন ধনু তার নীচে।
ধনুর দক্ষিণে হয় দুন্দুভিটি শোভাময়
দুইটি শকট তার নীচে।।
দক্ষিণ করেতে যত চিহ্ন আছে সুশোভিত
সেইভাবে করিয়া চিন্তন।।
বাম করে আছে যত চিহ্ন দ্বারা সুশোভিত
এবে করি তাহার চিন্তন।।
সপ্তদশ চিহ্ন হয় তার মধ্যে শোভাময়
অলঙ্কারে ভূষিত যেমন।
পাঁচখানি অঙ্গুলীতে পর্বঅগ্রে সুশোভিত
পাঁচখানি শঙ্খের দর্শন।।
অঙ্গুষ্ঠার নীচে হয় পদ্মপুষ্প শোভাময়
তার নীচে পুষ্প মালা হয়।
তর্জনীর নীচে হয় ছত্রখানি শোভাময়
মধ্যমার নীচে হল হয়।।

অনামিকাটির নীচে হস্তী চিহ্ন শোভে আছে
কনিষ্ঠার নীচে তোমরটি।
তোমরের নীচে হয় যূপ চিহ্ন শোভাময়
তদ্দক্ষিণে দেখিব অশ্বটি।।
দক্ষিণ হস্তের মত বাম হস্তে সুশোভিত
তিনখানি রেখা দেখা যায়।।
পরমায়ু রেখা আর সৌভাগ্য রেখা তার
পার্শ্বে ভোগরেখা দেখা যায়।।
সৌভাগ্য রেখার নীচে বৃষ চিহ্ন শোভে আছে
তার বামে ব্যজনটি হয়।
বৃষ চিহ্ন নীচে হয় অর্দ্ধচন্দ্র শোভাময়
তার বামে স্বস্তিকটি হয়।।
চন্দ্রমার নীচে হয় মৎস্য চিহ্ন শোভাময়
দেখি আমি নয়ন ভরিয়া।
স্বরূপ দাসের মনে আর কিছু নাহি জানে
পাশে রেখ পদছায়া দিয়া।।

শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর পদদ্বয় স্মরণ

ধ্বজ-পবি-যব-জম্বুন্যম্বুজং শঙ্খচক্রে, হল-বিশিখচতুষ্কং বেদি-চাপার্দ্ধচন্দ্রান্। নিখিল-সুখদ-নিত্যানন্দচন্দ্রস্য দক্ষে, পদতল ইতি চিত্রাঃ প্রেমরেখাঃ স্মরামি। মুষল-গগন-ছত্রাব্জাঙ্কুশং বেদী-শক্তি, ঝষ-কলসচতুষ্কং গোষ্পদং পুষ্পবল্লীম্। নিখিল-সুখদ-নিত্যানন্দ-চন্দ্রস্য সব্যে, পদতল ইতি চিত্রাঃ প্রেমরেখাঃ স্মরামি।। (গৌ০ বৈ০ অ০)

অনুবাদ— ধ্বজা, বজ্র, যব, জম্বুফল, কমল, শঙ্খ, চক্র, হল, চারটি বাণ, ধনুঃ, অর্দ্ধচন্দ্র ও বেদী এই প্রেমময়, দ্বাদশ চিহ্ন সমূহ

নিখিল সুখপ্রদাতা শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর দক্ষিণ চরণে সুশোভিত, আমি ইহার স্মরণ করি।

গদা, আকাশ, ছত্র, কমল, অঙ্কুশ, বেদী, শক্তি, মৎস্য, চারটি কলস, গোস্পদ পুষ্প ও পুষ্পলতা — এই প্রেমময় দ্বাদশ চিহ্নগণ প্রেমভক্তি দাতা শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর বাম চরণে সুশোভিত, আমি ইহার স্মরণ করি।
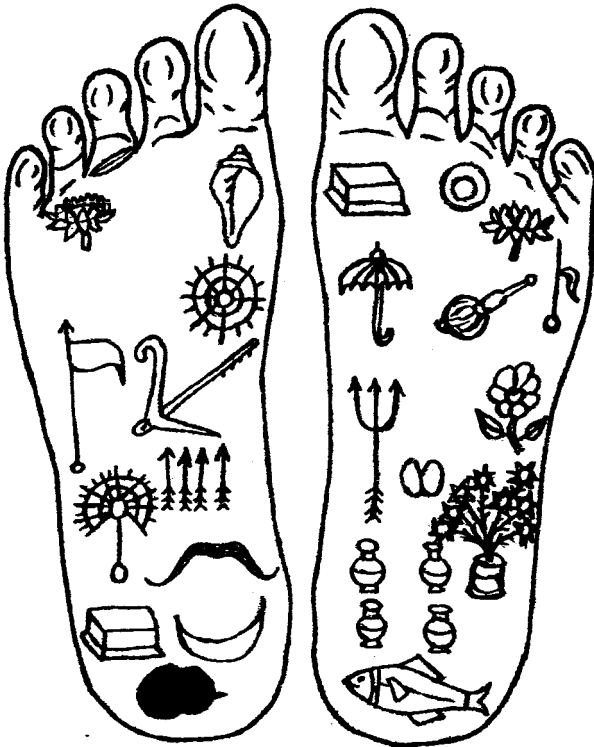
শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর চরণ চিহ্ন

নিত্যানন্দের পদতলে যেন পদ্ম সুকোমলে
চতুর্ব্বিংশ চিহ্ন দেখা যায়।
স্মরণ করি যে আমি কৃপা করি দেহ তুমি
ওরাঙ্গা চরণ তলে ছায়।।
দক্ষিণ চরণ তলে দ্বাদশটি চিহ্ন মিলে
একে একে করিব চিন্তন।
বৃদ্ধ অঙ্গুলীর তলে শঙ্খ চিহ্ন তার তলে
চক্র চিহ্ন হইল দর্শন।।
মধ্য অঙ্গুলীর মূলে যব চিহ্ন দেখা দিলে
অনামিকা তলে পদ্ম হয়।
চরণের মধ্যস্থলে হল চিহ্ন দেখা দিলে
তদ্দক্ষিণে ধ্বজা চিহ্ন হয়।।
হল চিহ্নটির নীচে চারখানি বাণ আছে
গুণহীন ধনু তার নীচে।
বাণের দক্ষিণে হয় বজ্র চিহ্ন শোভাময়
বেদী শোভে বজ্রটির নীচে।।
গোড়ালির মধ্যস্থলে পাকাজম্বুফল মিলে
তদুপরে অর্দ্ধচন্দ্র হন।
বাম চরণের তলে দ্বাদশটি চিহ্ন মিলে
ক্রমে তাহা করিব চিন্তন।।
বৃদ্ধ অঙ্গুলীর তলে বেদী চিহ্ন দেখা দিলে
তার তলে ছত্র দেখা যায়।
মধ্যমার তলে হয় আকাশটি শোভাময়
অনামিকা তলে পদ্ম হয়।।

পদ্মের নীচেতে হয় গদাচিহ্ন শোভাময়
অঙ্কুশটি কনিষ্ঠার নীচে।
অঙ্কুশের নীচে হয় পুষ্প চিহ্ন শোভাময়
পুষ্পলতা দেখি তার নীচে।।
লতার দক্ষিণে হয় গোষ্পদটি শোভাময়
তদ্দক্ষিণে শক্তি চিহ্ন হয়।
গোড়ালির মধ্যস্থলে মৎস্য চিহ্ন দেখা দিলে
তদুপরে চার কুম্ভ হয়।।
এই চিন্তা সদা যেন স্বরূপ দাসের মন
নিতাই চরণে মতি হয়।
এই কামনাটি বিনে এই ভরসাটি বিনে
তব পদে কিছু নাহি চায়।।

শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর হস্তদ্বয় স্মরণ

ব্যজনমপি গদাব্জে চামরং মার্জ্জনীঞ্চাঙ্গুলি-মুখগতশঙ্খান্ বেদী সৌভাগ্যরেখাঃ। নিখিল-সুখদ-নিত্যানন্দচন্দ্রস্য দক্ষে, করতল ইতি চিত্রা ভক্তিপূর্ব্বং স্মরামি।। ধ্বজশরঝষচাপান্ লাঙ্গলং ছত্রকঞ্চাঙ্গুলিমুখগত-শঙ্খান্ সৌভগাদ্যাশ্চ রেখাঃ। নিখিল-সুখদ-নিত্যানন্দচন্দ্রস্য সব্যে করতল ইতি চিত্রা ভক্তিপূর্বং স্মরামি।। (গৌ০ বৈ০ অ০)

অনুবাদ— ব্যজন, গদা, পদ্ম, চামর, মার্জনী, প্রতি অঙ্গুলীর পর্বাগ্রভাগে শঙ্খ, বেদী, সৌভাগ্য রেখা, ভোগরেখা এবং পরমায়ুরেখা সকল — নিখিল সুখপ্রদাতা শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর, দক্ষিণ কর কমলে দশটি চিহ্ন সুশোভিত, আমি এইগুলি ভক্তি পূর্ব্বক স্মরণ করি।
বামকর চিহ্ন—

ধ্বজা, বাণ, মৎস্য, ধনুঃ, হল, ছত্র এবং অঙ্গুলীর পর্বাগ্র ভাগে পাঁচটি শঙ্খ, সৌভাগ্য রেখা, ভোগরেখা, পরমায়ু রেখা সমূহ নিখিল সুখপ্রদাতা শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর বাম করতলে দশটি চিহ্ন অঙ্কিত, আমি এইগুলি ভক্তিপূর্ব্বক স্মরণ করি।
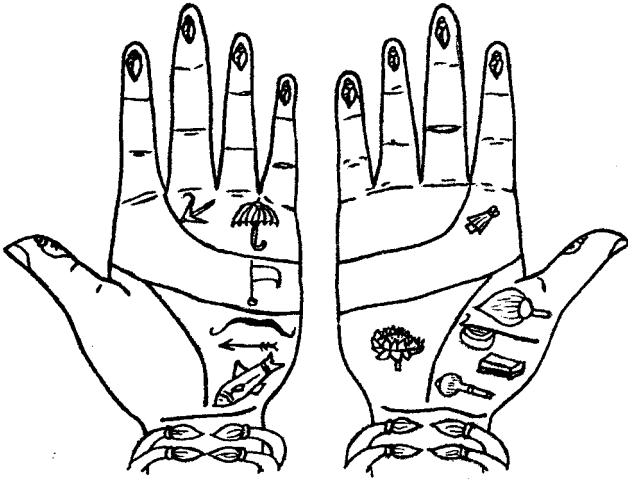
শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর হস্ত চিহ্ন

নিত্যানন্দের হস্তদ্বয় বিংশ চিহ্ন শোভাময়
দেখি আমি নয়ন ভরিয়া।
তাপিত হৃদয়খানি শীতল হইবে জানি
শাস্ত্রে তুমি দিয়াছ লিখিয়া।।
দক্ষিণ হস্তের তলে দশ চিহ্ন দেখা দিলে
একে একে করিব চিন্তন।

পাঁচখানি অঙ্গুলীতে পর্বঅগ্রে সুশোভিত
পাঁচখানি শঙ্খের দর্শন।।
বৃদ্ধ অঙ্গুলীর মূলে চামরটি তার তলে
ব্যজন চিহ্নটি দেখা যায়।
তার নীচে বেদী হয় বেদীর নীচেতে হয়
গদাখানি অতি শোভাময়।।
তর্জনীর নীচে হয় মার্জনীটি শোভাময়
সৌভাগ্যের নীচে কমলটি।
প্রভু তব কৃপাতে শুদ্ধ মন একাগ্রতে
স্মরিতেছি চিহ্ন প্রতিটি।।
তর্জনী ও মধ্যমার সন্ধিস্থল হতে যার
করভ পর্য্যন্ত রেখা হয়।
পুরাণেতে এইটাকে পরমায়ু রেখা রাখে
তাহা দেখি আনন্দিত হয়।।
তর্জনী ও অঙ্গুষ্ঠার মধ্যস্থল হতে যার
করভ পর্য্যন্ত রেখা হয়।
পুরাণেতে এইটাকে সৌভাগ্য রেখা রাখে
তাহা দেখি আনন্দিত হয়।।
তর্জনী ও অঙ্গুষ্ঠার মধ্যস্থল হতে যার
মণিবন্ধ তক রেখা হয়।
পুরাণেতে এইটাকে ভোগরেখা বলে থাকে
তাহা দেখি আনন্দিত হয়।।
দক্ষিণ করেতে যত চিহ্ন আছে সুশোভিত
সেইভাবে করিয়া চিন্তন।

বাম করে আছে যত চিহ্ন দ্বারা সুশোভিত
এবে করি তাহার চিন্তন।।
দশখানি চিহ্ন হয় তার মধ্যে শোভাময়
অলঙ্কারে ভূষিত যেমন।
পাঁচখানি অঙ্গুলীতে পর্বঅগ্রে সুশোভিত
পাঁচখানি শঙ্খের দর্শন।।
মধ্যমার নীচে হয় হল চিহ্ন শোভাময়
নয়ন ভরিয়া দেখা হয়।
অনামিকা কনিষ্ঠার মধ্যস্থলে দেখিবার
মত এক ছত্র দেখা যায়।।
ছত্রের নীচেতে হয় ধ্বজা চিহ্ন শোভাময়
রজ্জুহীন ধনু তার নীচে।
তার নীচে তীর হয় তীর নীচে মৎস্য হয়
এইভাবে দেখা যাইতেছে।।
দক্ষিণ হস্তের মত বামহস্তে সুশোভিত
তিনখানি রেখা দেখা যায়।
পরমায়ু রেখা আর সৌভাগ্য রেখা তার
পার্শ্বে ভোগরেখা দেখা যায়।।
এই চিন্তা সদা যেন স্বরূপ দাসের মন
নিতাই চরণে মতি হয়।
এই কামনাটি বিনে এই ভরসাটি বিনে
তব পদে কিছু নাহি চায়।।

শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর পদদ্বয় স্মরণ

শঙ্খং ত্রিকোন-গোস্পদং ঝষং সব্যে যবং গুণম্।
চক্রোর্ধ্বরেখিকাং দক্ষে স্মরাদ্বৈত-পদে মনঃ।।(গৌ০ বৈ০ অ০)

অনুবাদ — শঙ্খ, ত্রিকোণ, গোস্পদ ও মৎস্য,— এই চারটি বামচরণে এবং যব, রজ্জু, চক্র, উর্দ্ধরেখা —এই চারটি শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য প্রভুর দক্ষিণ চরণে সুশোভিত। হে মন ! এই চিহ্নগুলি সদা স্মরণ কর।

শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর চরণ চিহ্ন

অদ্বৈতের পদতলে যেন পদ্ম সুকোমলে
আটখানি চিহ্ন দেখা যায়।
স্মরণ করি যে আমি কৃপা করি দেহ তুমি
ওরাঙ্গা চরণ তলে ছায়।।
দক্ষিণ চরণ তলে চারখানি চিহ্ন মিলে
একে একে করিব চিন্তন।
বৃদ্ধ অঙ্গুলীর মূলে যব চিহ্ন তার তলে
চক্র চিহ্ন হইল দর্শন।।
বৃদ্ধ এবং তর্জনীর মধ্য থেকে সুবিস্তার
চরণের মধ্যে গিয়া স্থিতি।
নাম তার ঊর্দ্ধরেখা হইল চরণে দেখা
বার বার করি যে প্রণতি।।
অনামিকা কনিষ্ঠার মধ্য থেকে সুবিস্তার
চরণের মধ্যে গিয়া স্থিতি।
রজ্জুবৎ রেখা হয় চরণেতে দেখা হয়
বার বার করি যে প্রণতি।।
বাম চরণের তলে চারখানি চিহ্ন মিলে
ক্রমে ক্রমে দেখিব প্রতিটি।
বৃদ্ধ অঙ্গুলীর তলে শঙ্খ চিহ্ন দেখা দিলে
দেখি স্নিগ্ধ হইল মনটি।।
মধ্যমার নীচে হয় ত্রিকোণটি শোভাময়
কনিষ্ঠার তলেতে গোষ্পদ।
গোড়ালির মধ্যস্থলে মৎস্য চিহ্ন দেখা দিলে
তাহা দেখি হইল আনন্দ।।

এই চিন্তা সদা যেন স্বরূপ দাসের মন
অদ্বৈত চরণে মতি হয়।
এই কামনাটি বিনে এই ভরসাটি বিনে
তব পদে কিছু নাহি চায়।।

শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর হস্তদ্বয় স্মরণ

শঙ্খাঃ ধ্বজঃ ত্রিকোনকং দক্ষে পদ্মং তথেতরে।
ডমরুং নন্দ্যাবর্ত্তকান্ স্মরাদ্বৈত-করে মনঃ।।(গৌ০ বৈ০ অ০)

অনুবাদ — শঙ্খ, ধ্বজা, ত্রিকোণ, পরমায়ু রেখা, সৌভাগ্য রেখা ও ভোগরেখা এই ছয়টি চিহ্ন শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর দক্ষিণ হস্তে বিরাজিত। কমল, ডমরু , নন্দ্যাবর্ত্ত , উর্দ্ধরেখা, পরমায়ুরেখা এবং ভোগরেখা এই ছয়টি চিহ্ন বামহস্তে বিরাজিত — হে মন ! এই চিহ্নগুলি সদা স্মরণ কর।
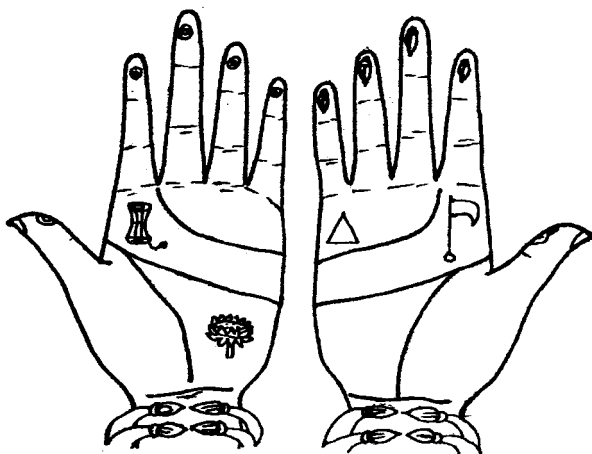
শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর হস্ত চিহ্ন

অদ্বৈতের হস্ত দ্বয় দ্বাদশটি চিহ্নময়
দেখি আমি নয়ন ভরিয়া।
তাপিত হৃদয় খানি শীতল হইবে জানি
শাস্ত্রে তুমি দিয়াছ লিখিয়া।।
দক্ষিণ হস্তের তলে ছয়খানি চিহ্নমিলে
একে একে করিব চিন্তন।
পাঁচখানি অঙ্গুলীতে পর্ব অগ্রে সুশোভিত
পাঁচখানি পদ্মের দর্শন।।
তর্জনীর তলে হয় ধ্বজা চিহ্ন শোভাময়
ত্রিকোণটি কনিষ্ঠার নীচে।
শৃঙ্গার হইল তায় চিহ্ন দ্বারা দেখা যায়
এই ভাবে দেখা যাইতেছে।।
তর্জনী ও মধ্যমার সন্ধিস্থল হতে যার
করভ পর্য্যন্ত রেখা হয়।
পুরাণেতে এইটাকে পরমায়ু রেখা রাখে
তাহা দেখি আনন্দিত হয়।।
তর্জনী ও অঙ্গুষ্ঠার মধ্যস্থল হতে যার
করভ পর্য্যন্ত রেখা হয়।
পুরাণেতে এইটাকে সৌভাগ্য রেখা রাখে
তাহা দেখি আনন্দিত হয়।।
তর্জনী ও অঙ্গুষ্ঠার মধ্যস্থল হতে যার
মণিবন্ধ তক রেখা হয়।
পুরাণেতে এইটাকে ভোগরেখা বলে থাকে
তাহা দেখি আনন্দিত হয়।।

দক্ষিণ করেতে যত চিহ্ন আছে সুশোভিত
সেইভাবে করিয়া চিন্তন।
বাম করে আছে যত চিহ্ন দ্বারা সুশোভিত
এবে করি তাহার চিন্তন।।
ছয়খানি চিহ্ন হয় তার মধ্যে শোভাময়
অলঙ্কারে ভূষিত যেমন।
পাঁচখানি অঙ্গুলীতে পর্বঅগ্রে সুশোভিত
নন্দ্যাবর্ত্ত হইল দর্শন।।
তর্জনীর তলে হয় ডমুরুটি শোভাময়
সৌভাগ্যের নীচে পদ্ম হন।
বাম করে আছে যত চিহ্ন দ্বারা সুশোভিত
ক্রমে তাহা হইল চিন্তন।।
দক্ষিণ হস্তের মত বাম হস্তে সুশোভিত
তিনখানি রেখা দেখা যায়।
পরমায়ু রেখা আর সৌভাগ্য রেখা তার
পার্শ্বে ভোগরেখা দেখা যায়।।
এই চিন্তা সদা যেন স্বরূপ দাসের মন
অদ্বৈত চরণে মতি হয়।
এই কামনাটি বিনে এই ভরসাটি বিনে
তব পদে কিছু নাহি চায়।।

শ্রীকৃষ্ণের চরণদ্বয় স্মরণ

শ্রীকৃষ্ণের চরণ যুগল রক্ত কমলের কান্তি অপেক্ষাও অধিকতর কান্তি প্রাপ্ত এবং ঊনবিংশ চিহ্ন দ্বারা অতিশয় শোভা প্রাপ্ত। এই চরণ চিহ্ন অনুসরণ দ্বারা অনেকেরাই শ্রীকৃষ্ণকে সাক্ষাৎ দর্শন লাভ করিয়াছেন।

যেমন (১) রাসলীলা করিবার সময় শ্রীকৃষ্ণ ব্রজগোপীগণের নিকট হইতে অন্তরিত হইলে, গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণকে অন্বেষণ করিতে করিতে বন মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের চরণ চিহ্ন দর্শন করিয়াছিলেন। (ভাঃ- ১০/৩০/২৪,২৫)

এবং কৃষ্ণং পৃচ্ছমানা বৃন্দাবনলতাস্তরূন্। ব্যচক্ষত বনোদ্দেশে পদানি পরমাত্মনঃ।।
পদানি ব্যক্তমেতানি নন্দসূনোর্মহাত্মনঃ। লক্ষ্যন্তে হি ধ্বজাম্ভোজ-বজ্রাঙ্কুশ যবাদিভিঃ।।

অনুবাদ— গোপীগণ এইরূপ বৃন্দাবনে তরুলতাগণের নিকট কৃষ্ণের বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিতে করিতে বনপ্রদেশে তদীয় পদচিহ্ন দেখিতে পাইলেন। তাহা দেখিয়া বলিতে লাগিলেন— এই পদচিহ্ন সকল নিশ্চয়ই মহাত্মা নন্দসুতের হইবে। যেহেতু — ইহারা ধ্বজ, পদ্ম, বজ্র, অঙ্কুশ, যবাদি দ্বারা চিহ্নিত দেখা যাইতেছে। এই চিহ্ন দ্বারা অন্বেষণ করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। (২) মথুরা হইতে রথে করিয়া শ্রীঅক্রুরজী নন্দালয়ে আগমন কালে শ্রীকৃষ্ণের চরণ চিহ্ন দর্শন করিয়াছিলেন।

পদানি তস্যাখিললোকপালকিরিটজুষ্টামলপাদরেণোঃ।
দদর্শ গোষ্ঠে ক্ষিতিকৌতুকানি বিলক্ষিতান্যব্জযবাঙ্কুশাদ্যৈঃ।।
তদ্দর্শনাহলাদবিবৃদ্ধ সম্ভ্রমঃ প্রেমনোর্দ্ধরোমাশ্রুকলাকুলেক্ষণঃ।
রথাদবস্কন্দা স তেষচেষ্টত প্রভোরমুন্যঙ্ঘ্রিরজাংস্যহো ইতি।।

অনুবাদ— হে রাজন্ , নিখিল লোকপালগণ নিজ নিজ কিরীট দ্বারা যাঁহার বিমল পদরেণুর সেবা করিয়া থাকেন, অক্রুর গোষ্ঠমধ্যে সেই শ্রীকৃষ্ণের পদ্ম-যব-অঙ্কুশাদি চিহ্নিত এবং পৃথিবীর অলঙ্কারস্বরূপ শ্রীচরণ দেখিতে পাইলেন। তখন ঐ শ্রীপাদপদ্ম সন্দর্শনে আনন্দ অতিশয় বৃদ্ধি হওয়ায় তাঁহার সম্ভ্রম অর্থাৎ চাঞ্চল্য উপস্থিত হইল। প্রেমে রোমাঞ্চ এবং অশ্রুকলায় নয়নযুগল আকুল হইয়া আসিল। তখন তিনি রথ হইতে উল্লম্ফনে ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া —"অহো ! এই সেই প্রভুর শ্রীপাদপদ্মস্পৃষ্ট ধূলিরেণু সকল"— এই বলিয়া তাহাতে লুণ্ঠিত হইলেন।

(৩) মাতা যশোদাও মাখন যুক্ত কাহ্নাইয়ার চরণ ছাপ দর্শন করিয়াছিলেন। (৪) একদা শ্রীকৃষ্ণ গোচারণ লীলা করাকালীন বনে আগমন করিয়া কালিয় নাগকে দমন করিবার জন্য যমুনার জলে ঝাপ দিলেন। এই সংবাদ নন্দ-যশোদাদি গোপগোপীগণ শুনিতে পাইয়া শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিবার জন্য বনপথে যাত্রা করিলেন। চলিতে চলিতে বনপথে শ্রীকৃষ্ণের চরণ ছাপ দর্শন করিয়াছিলেন এবং তাহা অনুসরণ করিতে করিতে যমুনা তটে আগমন করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়াছিলেন তথাহি— ভা০১০।১৬। ১৭, ১৮ নং শ্লোক

তেঽন্বেষমাণা দয়িতং কৃষ্ণং সূচিতয়া পদৈঃ।
ভগবল্লক্ষনৈর্জগ্মুঃ পদব্যা যমুনাতটম্।।
তে তত্র তত্রাব্জযবাঙ্কুশাশনি-ধ্বজোপপন্নানি পদানি বিশ্‌তেঃ।
মার্গে গবামন্যপদান্তরে নিরীক্ষমাণা যযুরঙ্গ সত্বরাঃ।।

অনুবাদ— নন্দাদি গোপগণ, তাঁহাদের প্রাণাপেক্ষাও প্রিয়তম কৃষ্ণের অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইয়া তাঁহার পদচিহ্ন সূচিত পথ ধরিয়া যমুনাতটাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। হে রাজন্ ! নন্দাদি গোপগণ, গবাদি পশুগণের বনগমনপথে গোপবালকগণের পদচিহ্নের মধ্যে মধ্যে ধ্বজবজ্রাঙ্কুশাদিচিহ্নে চিহ্নিত কৃষ্ণপদচিহ্ন দেখিতে দেখিতে সত্বরই যমুনাতীরে উপস্থিত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণের পদচিহ্ন অদ্যাবধি ব্রজধামের বিভিন্ন স্থানে পাথরের উপর পরিলক্ষিত হইতেছে। এই চিহ্নগুলি সম্বন্ধে 'চৌরাশি ক্রোশ ব্রজমণ্ডল' নামক গ্রন্থের মাধ্যমে জানিতে পারিবেন।

(৫) সিদ্ধ শ্রীকৃষ্ণদাস বাবা দ্বারা সঙ্কলিত — " শ্রীভাবনাসার সংগ্রহ " নামক গ্রন্থ হইতে — শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর ভাব বুঝিয়া শ্রীস্বরূপ গোস্বামী শুক-সারি কর্ত্তৃক শ্রীরাধাকৃষ্ণের অঙ্গাদি বর্ণন করিতে লাগিলেন, মহাপ্রভু তাহা ভাবাবেশে শ্রবণ করিতে লাগিলেন। যেমন — ব্রজধামে

শ্রীকৃষ্ণ, রাধারাণীর এবং সখীগণ সহিত মধ্যাহ্ন কালীন লীলা করাবস্থায় বৃন্দাদেবী স্বীয় শিক্ষিত 'কলোক্তি' ও 'মঞ্জুবাক্' নামক দুইটি শুক-সারি নিয়ে শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিকট উপস্থিত হইলেন। শুক-সারি শ্রীরাধাকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া প্রণাম করিলেন। শ্রীরাধার ইঙ্গিতে বৃন্দাদেবী শুককে শ্রীকৃষ্ণের রূপমাধুর্য্য বর্ণনা করিতে আদেশ দিলেন। সেই আদেশ অনুসারে তিনি ক্রমে ক্রমে শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গের গঠন তথা হস্ত পদাদির চিহ্ন বর্ণনা করিতে লাগিলেন। শুক প্রাহ—

চক্রার্দ্ধেন্দুযবাষ্টকোন-কলসৈশ্ছত্রত্রিকোনাম্বরৈ-
শ্চাপ-স্বস্তিক বজ্র গোষ্পদ - দরৈর্মীনোর্ধ্বরেখাঙ্কুশৈঃ।
অম্ভোজ - ধ্বজ-পক্কজাম্বফলৈঃ শল্লক্ষণৈরঙ্কিতং
জীয়াচ্ছ্রীপুরুষোত্তমত্ব-গমকৈঃ শ্রীকৃষ্ণপাদদ্বয়ম্।। (গো. লী.)

অনুবাদ— শুক বলিতে লাগিলেন— চক্র, অর্দ্ধচন্দ্র, যব, অষ্টকোণ, কলস, ছত্র, ত্রিকোণ, অম্বর (আকাশ), ধনু, স্বস্তিক, বজ্র, গোষ্পদ, শঙ্খ, মীন, ঊর্দ্ধরেখা, অঙ্কুশ, পদ্ম, ধ্বজ ও পক্ব জম্বুফল শ্রীপুরুষোত্তমত্ব অর্থাৎ ভগবত্ত্বের পরিচায়ক ঐ সকল সল্লক্ষণ (চিহ্ন) দ্বারা অঙ্কিত শ্রীকৃষ্ণের চরণযুগল সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইয়া বর্ত্তমান হউন।

শঙ্খার্দ্ধেন্দুযবাঙ্কুশৈররিগদাচ্ছত্রধ্বজস্বস্তিকৈ
র্যূপাব্জাসিহলৈর্ধনুঃ পরিঘকৈঃ শ্রীবৃক্ষমীনেষুভিঃ।
নন্দ্যাবর্ত্তচয়েস্তথাঙ্গুলিগতৈরেতৈর্নিজৈর্লক্ষণৈর্ভাতঃ
শ্রীপুরুষোত্তমত্ব - গমকৈঃ পাণী হরেরঙ্কিতৌ।। (গো. লী.)

অনুবাদ— শঙ্খ, অর্দ্ধচন্দ্র, যব, অঙ্কুশ, চক্র, গদা, ছত্র, ধ্বজ, স্বস্তিক, যূপ, অর্ধচন্দ্র, অসি, হল, ধনু, পরিঘ, শ্রীবৃক্ষ, মৎস্য এবং বাণ— এই অষ্টাদশচিহ্ন এবং অঙ্গুলির অগ্রস্থিত নন্দ্যাবর্ত্ত, পুরুষোত্তমত্ব - জ্ঞাপক নিজের এই ঊনবিংশতি চিহ্নদ্বারা অঙ্কিত শ্রীকৃষ্ণের করতলদ্বয় শোভা পাইতেছে।

দক্ষিনস্য পদাঙ্গুষ্ঠ মূলে চক্রং বিভর্ত্যজঃ। তত্র ভক্তজনস্যারি-ষড়্‌বর্গচ্ছেদনায়ঃ সঃ।। মধ্যমাঙ্গুলি মূলে চ ধত্তে কমলমচ্যুতঃ। ধ্যাতৃচিত্ত দ্বিরেফাণাং লোভনায়তি শোভনম্।। (স্কন্দ পুরাণ হইতে)

চক্র চিহ্ন, ধ্যানকারীর কামাদি ষড়্‌বর্গের বিনাশ করেন। কমলচিহ্ন, স্মরণকারীর চিত্তভৃঙ্গকে শ্রীচরণের শোভা মকরন্দে প্রলুব্ধ করিবার নিমিত্ত। ধ্বজাচিহ্ন, স্মরণকারীর সর্ব্ব অনর্থ নাশ করে, জয়ধ্বজা উড্ডীন করেন। বজ্রচিহ্ন, স্মরণে ভক্তের পাপরূপী পর্ব্বত সমূলে বিনষ্ট হয়। অঙ্কুশ চিহ্ন, ধ্যানে ভক্তের চিত্তরূপী হস্তী বশীভূত হয়। যবচিহ্ন, চিন্তনে ভক্তের ভোগসম্পদ নির্বাহ হয়। শঙ্খচিহ্ন, ভক্তহৃদয়ে সর্ব্ববিদ্যা সুপ্রকাশ জন্য ধারণ করিয়াছেন।
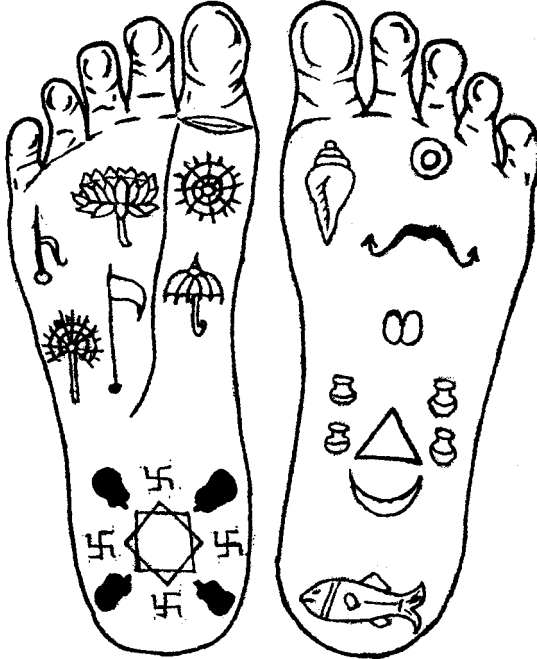
শ্রীকৃষ্ণের চরণ চিহ্ন

শ্রীকৃষ্ণের পদতলে যেন পদ্ম সুকোমলে
উনবিংশ চিহ্ন দেখা যায়।
স্মরণ করিযে আমি কৃপা করি দেহ তুমি
ওরাঙ্গা চরণ তলে ছায়।।
দক্ষিণ চরণ তলে একাদশ চিহ্ন মিলে
একে একে করিব চিন্তন।
বৃদ্ধ অঙ্গুলীর মূলে যব চিহ্ন তার তলে
চক্র চিহ্ন তলে ছত্র হন।।
বৃদ্ধ এবং তর্জনীর মধ্য থেকে সুবিস্তার
চরণের মধ্যে গিয়া স্থিতি।
নাম তার উর্দ্ধরেখা হইল চরণে দেখা
বার বার করিযে প্রণতি।।
মধ্য অঙ্গুলীর তলে পদ্ম চিহ্ন দেখা দিলে
তার তলে দিলে ধ্বজাটিকে।
কনিষ্ঠ অঙ্গুলী তলে অঙ্কুশটি দেখা দিলে
তার তলে দিলে বজ্রটিকে।।
গোড়ালির মধ্যস্থলে অষ্টকোণ দেখা দিলে
অষ্ট কোণে অষ্ট চিহ্ন হয়।
একের পরেতে এক পাকা জাম স্বস্তিক
শোভার বালাই দেখা যায়।।
বাম চরণের তলে অষ্ট চিহ্ন শোভা মিলে
ক্রমে ক্রমে দেখিব প্রতিটি।
বৃদ্ধ অঙ্গুলীর তলে শঙ্খ চিহ্ন দেখা দিলে
মধ্যমার তলে আকাশটি।।

ধনু হয় তার তলে গোষ্পদ তার তলে
ত্রিভুজের তলে অর্দ্ধচন্দ্র।
ত্রিভুজের দুই দিকে চারটি কলস থাকে
দেখি মনে বাড়িল আনন্দ।।
মৎস্য চিহ্ন গোড়ালিতে দেখি সবে আনন্দেতে
শ্রীকৃষ্ণ শ্রীকৃষ্ণ পুকারয়।
স্বরূপ দাসের হিয়া নীচমতি জানিয়া
কৃপা লাগি চরণ স্মরয়।।

র্সা - নি	ধা - পা	পা - ধা	নি - ধা		
শ্রী s কৃ	ষ্ণে s র	প s দ	ত s লে		
পা - নি	ধা পা ধা	মা - পা	ধা - পা		
যে s ন	প দ্ ম	সু s কো	ম s লে		
মা - মা	মা - গা	রে - গা	রে - সা	মা - গা	রে - -
উ s ন	বিং শ	চি s হ্ন	দে s খা	যা s s	য় s s
পা - পা	ধা - র্সা	র্সা - র্গা	র্রে - র্সা		
স্ম s র	ন s ক	রি s যে	আ s মি		
নি - র্সা	নি - পা	ধা - নি	নি - পা		
কৃ s পা	ক s রি	দে s হ	তু s মি		

					(মা গা রে)
গা - মা	পা - ধা	সা - নি	ধা - মা	পা - -	- - -
ও s রা	ঙ্গা s চ	র s ণ	ত s লে	ছা s s	য় s s
x	0	x	0	x	0

লোফা তাল — ৬ মাত্রা, ২ তালে ১২ মাত্রা

১ ২ ৩	৪ ৫ ৬	১ ২ ৩	৪ ৫ ৬
ধি ক্ দা	দা ধি না	তা ক্ তা	তা খে টা
x	0	x	0

শ্রীকৃষ্ণের হস্তদ্বয় স্মরণ

শ্রীকৃষ্ণের হস্ত দ্বয় পঞ্চবিংশ চিহ্ন ময়
দেখি আমি নয়ন ভরিয়া।
তাপিত হৃদয় খানি শীতল হইবে জানি
শাস্ত্রে তুমি দিয়াছ লিখিয়া।।
দক্ষিণ হস্তের তলে ত্রয়োদশ চিহ্ন মিলে
একে একে করিব চিন্তন।
পাঁচখানি অঙ্গুলীতে পর্বঅগ্রে সুশোভিত
পাঁচখানি শঙ্খের দর্শন ।।
বৃদ্ধ অঙ্গুলীর মূলে যব চিহ্ন দেখা দিলে
তার তলে চক্র চিহ্ন হয়।
চক্র তলে গদা হয় তর্জনীর মূলে রয়
ধ্বজাচিহ্ন অতি শোভাময়।।
মধ্য অঙ্গুলীর তলে খড়্গ চিহ্ন দেখা দিলে
অনামিকা তলেতে পরিঘ।
কনিষ্ঠ অঙ্গুলী তলে অঙ্কুশটি দেখা দিলে
তাহা দেখি আনন্দ সহিত।।

তর্জনী ও মধ্যমার সন্ধিস্থল হতে যার
করভ পর্য্যন্ত রেখা হয়।
পুরাণেতে এইটাকে পরমায়ু রেখা রাখে
তাহা দেখি আনন্দিত হয়।।
তর্জনী ও অঙ্গুষ্ঠার মধ্যস্থল হতে যায়
করভ পর্য্যন্ত রেখা হয়।
পুরাণেতে এইটাকে সৌভাগ্য রেখা রাখে
তাহা দেখি আনন্দিত হয়।।
তর্জনী ও অঙ্গুষ্ঠার মধ্যস্থল হতে যার
মণিবন্ধ তক রেখা হয়।
পুরাণেতে এইটাকে ভোগরেখা বলে থাকে
তাহা দেখি আনন্দিত হয়।।
সৌভাগ্য রেখার নীচে অশ্বত্থ বৃক্ষটি আছে
তার নীচে বাণটি দর্শন।
দক্ষিণ করেতে যত চিহ্ন আছে সুশোভিত
সেই ভাবে হইল চিন্তন।।
বাম করে আছে যত চিহ্ন দ্বারা সুশোভিত
এবে করি তাহার চিন্তন।
দ্বাদশটি চিহ্ন হয় তার মধ্যে শোভাময়
অলঙ্কারে ভূষিত যেমন।।
পাঁচখানি অঙ্গুলীতে পর্বঅগ্রে সুশোভিত
পঞ্চনন্দ্যাবর্ত্তের দর্শন।
বৃদ্ধ অঙ্গুলীর তলে পদ্মচিহ্ন দেখা দিলে
অনামিকার তলে ছত্র হন।।

কনিষ্ঠ অঙ্গুলি তলে হল চিহ্ন দেখা দিলে
যূপ চিহ্ন হয় তার তলে।
যূপ চিহ্নটির তলে স্বস্তিকটি দেখা দিলে
রজ্জু হীন ধনুতার তলে।।
ধনুর তলেতে হয় অর্দ্ধচন্দ্র শোভাময়
তার তলে মৎস্য দেখা যায়।
এইভাবে চিহ্ন হয় বাম হস্ত শোভাময়
তাহা দেখি আনন্দ বাড়য়।।
দক্ষিণ হস্তের মত বাম হস্তে সুশোভিত
তিনখানি রেখা দেখা যায়।
পরমায়ু রেখা আর সৌভাগ্য রেখা তার
পার্শ্বে ভোগরেখা দেখা যায়।।
স্বরূপ দাসের মন নিম্নমতি অনুক্ষণ
তাই প্রভু তোমাকে স্মরিয়া।
জীবন সফল করে তুমি প্রভু দয়া করে
স্থান দিও চরণে রাখিয়া।।

সা - গা -	মা - মা -	মা পা মা গা	পা - পা -
শ্রী কৃ ষ্ণে র	হ স্ত দ্ব য়	প ঞ্চ বিং শ	চি হ্ন ম য়
x	0	x	0
মা পা ধা র্সা	ধা পা মা গা	মা - মা -	- - - -
দে খি আ মি	ন য় ন ভ	রি s য়া s	s s s s

(নি - নি -)

মা - ধা নি	র্সা - র্সা -	নি র্সা নি র্সা	ধা নি ধা মা
তা পি ত হৃ	দ য় খা নি	শী ত ল হ	ই বে জা নি

গা সা গা মা	পা র্সা ধা গা	মা - মা -	- - - -
শা স্ত্রে তু মি	দি য়া ছ লি	খি S য়া S	S S S S

কাহার্বা তাল — ৮ মাত্রা

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
ধা	কি	না	কি	না	ক	ঝি	না
X				0			
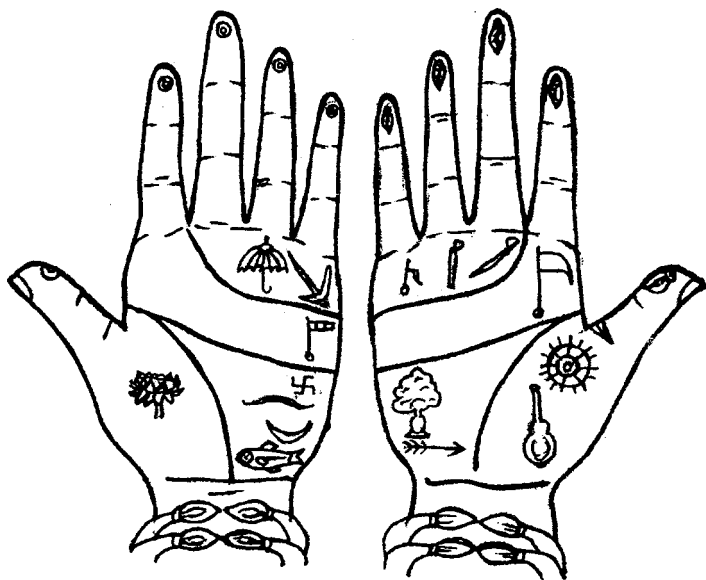
শ্রীকৃষ্ণের হস্ত চিহ্ন

শ্রীরাধারাণীর পদদ্বয় স্মরণ

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীকৃত " রূপচিন্তামণি " নামক গ্রন্থ হইতে—

ছত্রারিধ্বজবল্লিপুষ্পবলয়ান্ পদ্মোর্দ্ধরেখাঙ্কুশানর্দ্ধেন্দুঞ্চ-
যবঞ্চ বামমনু যা শক্তিং গদাং সুন্দরম্।
বেদীকুণ্ডলমৎস্যপর্ব্বতদরং ধত্তেহন্যসব্যং পদং তাং রাধাং
চিরমুনবিংশতি মহালক্ষ্ম্যার্চ্চিতাঙ্ঘ্রিং ভজে।।

অনুবাদ— শ্রীরাধিকার বামচরণে ছত্র, চক্র, ধ্বজা, লতা, পুষ্প, বলয়, পদ্ম, ঊর্দ্ধরেখা, অঙ্কুশ, অর্দ্ধচন্দ্র এবং যব এই একাদশ চিহ্ন এবং দক্ষিণচরণে শক্তি, গদা, রথ, বেদী, কুণ্ডল, মৎস্য, পর্ব্বত ও শঙ্খ এই অষ্টচিহ্ন বিরাজিত। মোট ঊনবিংশতি রেখা রূপা মহালক্ষ্মীগণ সর্ব্বদাই শ্রীরাধিকার চরণ সেবন করিয়া থাকেন।

শ্রীরাধারাণীর চরণ চিহ্ন

শ্রীরাধার পদতলে যেন পদ্ম সুকোমলে
ঊনবিংশ চিহ্ন দেখা যায়।
স্মরণ করি যে আমি কৃপা করি দেহ তুমি
ও রাঙ্গাচরণ তলে ছায়।।
বাম চরণের তলে একাদশ চিহ্ন মিলে
একে একে করিব চিন্তন।
বৃদ্ধ অঙ্গুলীর মূলে যব চিহ্ন তার তলে
চক্র চিহ্ন তলে ছত্র হন।।
বৃদ্ধ এবং তর্জ্জনীর মধ্য হতে সুবিস্তার
চরণের মধ্যে গিয়া স্থিতি।
নাম তার ঊর্দ্ধরেখা হইল চরণে দেখা
বার বার করি যে প্রণতি।।
মধ্য অঙ্গুলীর তলে পদ্ম চিহ্ন দেখা দিলে
তার তলে দিলে ধ্বজাটিকে।
কনিষ্ঠ অঙ্গুলী তলে অঙ্কুশটি দেখা দিলে
ধ্বজা তলে দিলে পুষ্পটিকে।।
পুষ্পের দক্ষিণ দিকে দেখিব বলয়টিকে
তার তলে পুষ্পলতা হয়।
তার তলে অর্দ্ধচন্দ্র দেখিতে বড় আনন্দ
গোড়ালিতে সদা বিরাজয়।।
দক্ষিণ চরণ তলে অষ্ট চিহ্ন শোভা মিলে
ক্রমে ক্রমে দেখিব প্রতিটি।
বৃদ্ধ অঙ্গুলীর তলে শঙ্খ চিহ্ন দেখা দিলে
মধ্যমার তলে পর্ব্বতটি।।

অনামিকা , কনিষ্ঠার তলে আছে দেখিবার
মত এক বেদী সুশোভিত।
তার তলে কুণ্ডল পর্ব্বতের তলে হৈল
রথখানি অতি সুসজ্জিত ।।
গদাটি রথের ডানে শক্তিটি রথের বামে
গোড়ালিতে মৎস্য চিহ্ন হয়।
সদাই হৃদয় স্থলে এই ভাবে দেখা দিলে
স্বরূপের মনে শান্তি হয়।।

মা - গা | রে - সা | সা - রে | গা - রে
শ্রী s রা | ধা s র | প s দ | ত s লে

রে - গা | রে সা রে | সা - - | - - -
যে s ন | প দ্ ম | সু s কো | ম s লে

মা - মা | গা রে সা | সা - সা | রে মা - | পা - - | মা - -
উ s ন | বিং s শ | চি s হ্ন | দে s খা | যা s s | য় s s

সা - রে | মা - পা | পা - ধা | নি - ধা
স্ম s র | ণ s ক | রি s যে | আ s মি

পা - পা | পা - পা | মা ধা পা | মা গা সা
কৃ s পা | ক s রি | দে s হ | তু s মি

(সা - রে | মা - - | পা - - | সা - -)
মা - মা | মা - গা | রে গা - | রে সা - | রে - - | মা গা রে
ও s রা | ঙ্গা s চ | র s ণ | ত s লে | ছা s s | য় s s

সা - রে | গা - রে | সা - রে | নি - সা | - - - | - - -
ও s রা | ঙ্গা s চ | র s ণ | ত s লে | ছা s s | য় s s
x 0 x 0 x 0

লোফা তাল — ৬ মাত্রা, ২ তালে ১২ মাত্রা

১ ২ ৩	৪ ৫ ৬	১ ২ ৩	৪ ৫ ৬
ধি ক্ দা	দা ধি না	তা ক্ তা	তা খে টা
x	0	x	0

শ্রীরাধারাণীর হস্তদ্বয় স্মরণ

কোদণ্ডাঙ্কুশ-ভের্যনোদ্বয়-পবিপ্রসাদভৃঙ্গারকৈরায়ুর্ভা-
গ্যসুখপ্রদৈঃ সুমধুরৈ রেখাত্রয়ৈরঙ্কিতম্।
অঙ্গুল্যগ্রজ-শঙ্খপঞ্চকযুতং শ্রীচামরাস্যন্বিতং
রাধাদক্ষিণহস্তকং নিরুপমং লক্ষ্মৈঃ শভৈর্দ্যোত্যতে।।
মালা তোমর - পাদ-পাঙ্কুশযুতং হস্ত্যশ্ব-গো-ভ্রাজিতং
নন্দ্যাবর্ত্তচয়াঙ্কিতাঙ্গুলিযুতং রাধাকরং বামকম্।
আয়ুর্ভাগ্য-সুখপ্রদৈঃ পরিতৈতৈঃ রেখা-ত্রয়ৈরঙ্কিতং
যূপেষু ব্যজনাঙ্কিতং নিরূপমং লক্ষ্মৈঃ শুভৈরজ্যতে।।

অনুবাদ— ধনু, অঙ্কুশ, দুন্দুভি, দুটি শকট, বজ্র, প্রাসাদ, কমণ্ডলু, আয়ুরেখা, সৌভাগ্যরেখা, ভোগরেখা, অঙ্গুলী পর্বাগ্রে পাঁচটি শঙ্খ, চামর ও অসি এই তেরটি নিরূপম শুভচিহ্ন শ্রীরাধারাণীর দক্ষিণ হস্তে বিভূষিত। মালা, তোমর, অঙ্গুলী পর্বাগ্রে পাঁচটি নন্দ্যাবর্ত্ত, বিল্ববৃক্ষ, অঙ্কুশ, হস্তী, অশ্ব, বৃষ, আয়ুরেখা, সৌভাগ্যরেখা, ভোগরেখা, যূপ, ব্যজন এবং বাণ এই চৌদ্দ মনোহর শুভচিহ্ন দ্বারা বাম কর সুশোভিত।

শ্রীরাধার হস্তদ্বয় সপ্তবিংশ চিহ্নময়
দেখি আমি নয়ন ভরিয়া।
তাপিত হৃদয় খানি শীতল হইবে জানি
শাস্ত্রে তুমি দিয়াছ লিখিয়া।।

বাম হস্তের তলে চতুর্দ্দশ চিহ্ন মিলে
একে একে করিব চিন্তন।
পাঁচখানি অঙ্গুলীতে পর্বঅগ্রে সুশোভিত
পাঁচ নন্দ্যাবর্ত্তের দর্শন ।।
তর্জনী ও মধ্যমার সন্ধিস্থল হতে যার
করভ পর্য্যন্ত রেখা হয়।
পুরাণেতে এইটাকে পরমায়ু রেখা রাখে
তাহা দেখি আনন্দিত হয়।।
আয়ু রেখাটিরোপরে হস্তী , অঙ্কুশটি ধরে
আর আছে সুন্দর ব্যজন।
আয়ুরেখাটির নীচে অশ্ব, বিল্ববৃক্ষ আছে
এইভাবে করি যে দর্শন।।
তর্জনী ও অঙ্গুষ্ঠার মধ্যস্থল হতে যার
করভ পর্য্যন্ত রেখা হয়।
পুরাণেতে এইটাকে সৌভাগ্য রেখা রাখে
তাহা দেখি আনন্দিত হয়।।
সৌভাগ্যের নীচে হয় বৃষ চিহ্ন শোভাময়
তার বামে যূপ চিহ্ন হয়।
যূপের নীচেতে হয় বাণ চিহ্ন শোভাময়
তার নীচে তোমর শোভয়।।
তর্জনী ও অঙ্গুষ্ঠার মধ্যস্থল হতে যার
মণিবন্ধ তক রেখা হয়।
পুরাণেতে এইটাকে ভোগরেখা বলে থাকে
তাহা দেখি আনন্দিত হয়।।

ভোগের দক্ষিণ ভাগে পুষ্পমালা হৃদে জাগে
এইভাবে স্মরণ করিয়া
ত্রয়োদশ চিহ্ন হয় ডান হস্ত শোভাময়
ক্রমে ক্রমে দেখিব রঙ্গিয়া।।
পাঁচখানি অঙ্গুলীতে পর্বঅগ্রে সুশোভিত
শঙ্খগুলি দেখিতে সুন্দর।
তর্জনীর নীচে হয় চামরটি শোভাময়
অঙ্কুশটি নীচে কনিষ্ঠার।।
বাম হাতের মত ডান হাতে সুশোভিত
তিনখানি রেখা দেখা যায়।
পরমায়ু রেখা আর সৌভাগ্য রেখা তার
পার্শ্বে ভোগ রেখা দেখা যায়।।
আয়ু রেখাটির নীচে প্রাসাদটি শোভে আছে
সৌভাগ্য রেখার নীচে দেখি।
অসি আর ধনু হয় তার পার্শ্বে শোভা ময়
দুন্দুভির নীচে বজ্র দেখি।।
অঙ্গুষ্ঠের নীচে হয় কমণ্ডলু শোভাময়
দেখি মোর আনন্দ বাড়য়।
ভোগের দুই পার্শ্বে মণিবন্ধের ঊর্দ্ধদেশে
দুইটি শকট দেখা যায়।।
স্বরূপ দাসের মন নিম্নমতি অনুক্ষণ
তাই রাধে তোমাকে স্মরিয়া।
জীবন সফল করে তুমি রাধে দয়া করে
স্থান দিও চরণে রাখিয়া।।
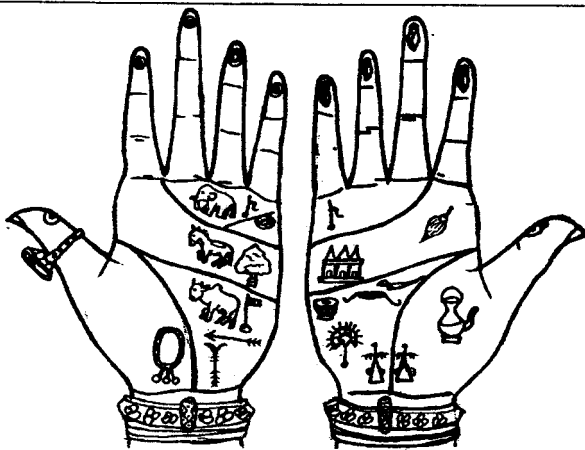
শ্রীরাধারাণীর হস্ত চিহ্ন

চিহ্নগুলির দর্শন এবং স্মরণের মাহাত্ম্য

তিন প্রভুর এবং শ্রীরাধাকৃষ্ণের হস্তপদে মোট ৫৫ প্রকার চিহ্ন পরিলক্ষিত হয়। এই সমস্ত চিহ্ন দর্শনের অনন্ত মাহাত্ম্য তন্মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের চরণদ্বয়ে স্থিত চিহ্ন দ্বারা প্রমাণ নির্ধারিত হইল। যেমন— শ্রীমদ্ভাগবতে রাসলীলায় — শ্রীরামনারায়ণকৃতঃ- ভাববিভাবিকাটীকা হইতে — শ্রীভগবান্ , শরণাগত ভক্তগণকে অভয় প্রদান করিবার জন্য নিজ চরণে ধ্বজচিহ্ন ধারণ করিয়াছেন, তাঁহাদের মনোভ্রমরকে মোহন করিবার জন্য পদ্মচিহ্ন ধারণ করিয়াছেন, পাপপর্ব্বত চূর্ণ করিবার জন্য বজ্রচিহ্ন ধারণ করিয়াছেন, মনোমত্ত গজ বশীকরণের জন্য অঙ্কুশচিহ্ন ধারণ করিয়াছেন, সর্ব্বসম্পদ্ লাভ সূচনার জন্য যবচিহ্ন ধারণ করিয়াছেন, শরণাগতজনের স্বস্তিলাভ সূচনা করিবার জন্য স্বস্তিকচিহ্ন ধারণ করিয়াছেন, এবং উর্ধলোকপ্রাপ্তি সূচনা করিবার জন্য উর্ধ্বরেখা

ধারণ করিয়াছেন। শরণাগতজনের অষ্টদিক্ রক্ষা এবং অষ্টসিদ্ধিপ্রাপ্তি সূচনার জন্য চরণে অষ্টকোণ চিহ্ন ধারণ করিয়াছেন এবং তাঁহার চরণে শরণাগত ভক্তগণকে তিনিই যে সর্ব্ববিধ বিপদ হইতে রক্ষা করেন, ইহাই জ্ঞাপন করিবার জন্য ধনুঃ, শঙ্খ এবং চক্রচিহ্ন ধারণ করিয়াছেন। শ্রীভগবানের চরণ যে ত্রিগুণা প্রকৃতি এবং ঊর্দ্ধ, মধ্য ও অধঃ এই ত্রিলোকের আশ্রয়, এবং দেব, তির্য্যক্ ও নর এই ত্রিবিধ জীবের তাঁহার চরণই যে একমাত্র আরাধ্য, মুক্ত মুমুক্ষু ও বিজয়ী এই ত্রিবিধ জনের তাঁহার চরণই যে ইষ্ট এবং কায়, মনঃ এবং বাক্য এই তিন দ্বারা তাঁহার চরণই যে আরাধ্য — এই সমস্ত তত্ত্ব সূচনা করিবার জন্যই চরণতলে তিনি ত্রিকোণ চিহ্ন ধারণ করিয়াছেন। তাঁহার চরণই যে জীবের অমৃততত্ত্ব প্রাপ্তির উপায়, এই তত্ত্ব সূচনার জন্য শ্রীভগবান্ চরণতলে অমৃতকলস চিহ্ন ধারণ করিয়াছেন। শিব এবং শিবাদির শিরোভূষণ যে তাঁহার চরণগত এবং শরণাগত জনের পক্ষে তাঁহার পক্ষে তাঁহার চরণই যে সর্ব্বানন্দপ্রদ এই তত্ত্ব জ্ঞাপনের জন্য তিনি চরণতলে অর্দ্ধচন্দ্র ধারণ করিয়াছেন। শ্রীভগবানের চরণ সর্ব্বব্যাপী হইলেও আকাশের ন্যায় উহা নির্লিপ্ত, তাঁহার চরণস্থ অম্বর-চিহ্নে এই তত্ত্বই জানা যায়। কামধ্বজ মৎস্য তাঁহার চরণতলে অবস্থিত থাকায় জানা যায় যে — তাঁহার চরণই শরণাগতজনের সর্ব্ববিধ কামনা পূরণে সমর্থ। তাঁহার চরণস্থ গোষ্পদ চিহ্নে জানা যায় যে — তাঁহার চরণে শরণাগতজনের পক্ষে ভবসাগর গোষ্পদ তুল্য হইয়া যায়। শ্রীভগবান্ তাঁহার চরণে জম্বুফল চিহ্ন ধারণ করিয়া ঘোষণা করিতেছেন যে— জম্বুদ্বীপবাসিগণের পক্ষে তাঁহার চরণই একমাত্র উপাস্য। শ্রীভগবানের চরণে ছত্রচিহ্ন থাকায় জানা যায় যে — তাঁহার চরণাশ্রয়ে ত্রিতাপদগ্ধ জীবের সর্ব্ববিধ দুঃখ নিবৃত্তি হয়।

এই ৫৫ প্রকার চিহ্ন তিন প্রভু এবং শ্রীরাধাকৃষ্ণের হস্তপদে পরিলক্ষিত হয়।

যব

চক্র

অঙ্কুশ

পতাকা (ধ্বজা)

ছত্র

বজ্র

পাকা জম্বুফল

পদ্ম

অষ্টকোণ

স্বস্তিক

ত্রিকোণ

কুম্ভ (কলস)

অর্দ্ধচন্দ্র

মৎস্য

শঙ্খ

আকাশ

গুণহীন ধনু

গোষ্পদ

অসি

গদা

পরিঘ

তীর

হল	শক্তি
যূপ	পুষ্পমালা
বলয়	ব্যজন
পুষ্প	অশ্বত্থ বৃক্ষ
লতাগুচ্ছ (বল্লী)	তোমর
পৰ্ব্বত	হস্তী
বেদী	বৃষ
কুণ্ডল	অশ্ব
রথ	কমণ্ডলু
নন্দ্যাবর্ত্ত	চামর
	প্রাসাদ

দুন্দুভি
ডমরু
শকট
দণ্ড
মার্জনী
কূর্ম্ম
আয়ুরেখা
বিল্ববৃক্ষ
রজ্জুবৎ রেখা
ভোগরেখা
বৃদ্ধ অঙ্গুলী
ঊর্দ্ধরেখা
সৌভাগ্যরেখা
গোড়ালি
কনিষ্ঠা
অনামিকা
মধ্যমা
তর্জ্জনী
মধ্যস্থল
বৃদ্ধ অঙ্গুলী

চিন্তামণি নবদ্বীপে সুখময় গঙ্গাতটে
শ্রীবাসের সুন্দর কানন।
তারমধ্যে পঞ্চাসনে বসিয়াছে পঞ্চজনে
বলিহারী শোভার দর্শন।।
শ্রীগৌরাঙ্গ নিত্যানন্দ অদ্বৈত আচার্য্যচন্দ্র
গদাধর শ্রীবাস পঞ্চজন।
ভাববুঝে দাসগণ সেবাকরে অনুক্ষণ
যেখানে যা যাহা প্রয়োজন।।
তাঁহারাই বৃন্দাবনে লীলা করে স্থানে স্থানে
সঙ্গে লয়ে সখী-দাসীগণ।
প্রেমঋণ শুধিবারে এল নবদ্বীপ পুরে
এই সেই হইল কারণ।।
প্রেমরস নির্য্যাস করিবারে আস্বাদ
রাগানুগা ভক্তি প্রচারণ।
দুই হেতু অবতরি বাঞ্ছাপূর্ণ গেলা করি
বঞ্চিত স্বরূপে একজন।।

যমুনার তটে আছে গোবিন্দলীলা স্থল।
কাননে আছয়ে বহু কুঞ্জ ফুল-ফল।।
স্বর্ণময় বেদী আছে কদম্বের মূলে।
রাধাকৃষ্ণ বিরাজিত সেই বেদী স্থলে।।
সখীগণ সেবা করে ভাব অনুসারে।
মঞ্জরীগণ সহায় করে তাঁহাদেরে।।
ফুলমালা তাম্বুলাদি সেবা বহু হয়।
সেবাতে নিযুক্ত হয়ে আনন্দে ভাসয়।।
গুরুরূপা সখীর কবে অনুগত হইয়া।
স্বরূপ দাসে সেই সেবা লইবে চাহিয়া।।

হরি হরি বিনতি জানাই তোমাতে।
মঞ্জুর কর না কর সেই কৃপা তবোপর
কর্ত্তব্য হিসাবেতে জানাই তোমাতে।।
এই জীবনেতে ভুল যাহাকিছু করিয়াছি
আর যেন নাহি করি এই হৃপুতে।
করিব না মনে করি তথাপিও কত করি
বুঝেও সোজে না কেন এই মনেতে।।
ভজন করিব বলি কত ভাবে ফন্দি তুলি
তথাপি পারিনা কেন এই দেহেতে।
মায়ার মধ্যে জনমিয়া ইন্দ্রিয়াদি লাগাইয়া
সেবাযোগ্য অধিকার হবে কিমতে।।
অল্প আয়ু ক্ষুদ্র মন তাহাতে সাধন ভজন
কেমনে করিব বল এই ধরাতে।
এ অধমে কেশে ধরি নিয়ে চল দিয়ে তরী
তবেই পারিব তব স্থানে যাইতে।।
গুরু আজ্ঞা শিরে ধরি পালনেতে চেষ্টা করি
সেবা-পূজা যাহা করি তোমা নিমিত্তে।
স্বরূপ দাসের ক্ষুদ্র মনে আর কিছু নাহি জানে
একমাত্র বিনতি জানায় তোমাতে।।

মর্ত্যধামে অচল আঁখে দেখ বৃন্দাবন।
প্রেমনেত্রে তাহাকেই চিন্ত সদা মন।।
যমুনার ধারা দেখ তটেতে কানন।
নৃত্য দেখ ময়ুরের ভ্রমর গুঞ্জন।।
রাধাকুণ্ড শ্যামকুণ্ড গিরিগোবর্দ্ধন।
কুঞ্জ আদি ফল-ফুল কতশত বন।।
এখনও দর্শন কর গাভী গোচারণ।
মাঠে মাঠে খেলা করে রাখালেরগণ।।

বৃন্দাবন দর্শন কর যদি শুন মন।
ইহ পর দু'কুল হবে সার্থক জীবন।।
তা না হলে স্বরূপের বিফল জীবন।
জগতের মাঝে মাত্র গমনাগমন।।

কার্ত্তিকমাসে বৈষ্ণবেরা রাধাকুণ্ডে আসিয়া ব্রত অন্তে যখন পুনঃ নিজালয়ে গমন করেন তখন তাহাদের হৃদয়ে যেই প্রকার দুঃখ এই সম্বন্ধে একটি গান।

রাধে রাধে (বড়) আশা নিয়ে আসিয়াছি রাধাকুণ্ডেতে
সংসারের মায়া জালে পড়ে থাকি কলহলে
বুদ্ধি কৌশল করি হয় ছাড়িতে। ঐ
ছেলে মেয়ে বাড়ি ঘরে ছাড়িতে না দেয় মোরে
আসিয়াছি শ্রীরাধারাণীর কৃপাতে। ঐ
শ্রীগোবিন্দ গোপীনাথ মদনমোহন সাথ
অনুভূতি হবে কি গো হৃদয়েতে। ঐ
সাধু সঙ্গ হরি কথা পরিক্রমা আদি যথা
চেষ্টা করিতেছি পালনেতে। ঐ
গণার দিন যায় চলে যাই কেবল দুঃখ বলে
ইহা ছাড়া কি আর আছয়ে আমাতে। ঐ
ধাম অপরাধ আর বৈষ্ণব অপরাধ
ক্ষমা করিয়া রাখ চরণেতে। ঐ
কান্না ছাড়া কিবা দিব কি আছে আমার ওগো
না শুকিতে রেখ তাহা চরণেতে। ঐ
দেহ নিয়ে যাই চলে আসি আমি যাই বলে
অন্তিমে স্থান দিও চরণেতে। ঐ
স্বরূপ দাসের এই কামনা ভক্তের কথা ঠেলনা
(তবে) রাধা নামের কলঙ্ক হবে জগতে। ঐ

একাদশীর দিন কীর্ত্তন

শ্রীগুরু চরণপদ্ম করিয়া বন্দন। শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম করিব স্মরণ।।
ভকত বৈষ্ণব আর যত মহাজন। প্রণাম করিব আমি অনন্ত গণন।।
জয় জয় একাদশী জয় মহারাণী। ভগবানের অঙ্গ হইতে সৃষ্টি হও তুমি।।
দুষ্টের দলন আর শিষ্টের পালন। এই হেতু অবতীর্ণ হইলে ভূবন।।
মুরনামে অসুরকে সংহার করিয়া। জগতে রহিলে তুমি বিখ্যাত হইয়া।।
ঋদ্ধি সিদ্ধি ভোগবিলাসাদি প্রেমধন। যাহার যে ভাব তুমি করহ পূরণ।।
যাগ-যজ্ঞ-দান-ধ্যানে যত আছে ফল। তাহার অধিক ইথে হইবে সফল।।
রুক্মাঙ্গদ মহারাজ মহা ভাগ্যবান। ছলে একাদশী ব্রতে হৈল কৃপাবান্।।
একাদশীর মাহাত্ম্য প্রচার করিয়া। জগতের মধ্যে আছে অক্ষয় হইয়া।।
বৈষ্ণবেরা যেইভাবে ব্রত করিতেছে। তা'র সংক্ষেপে কিছু লিখা হইতেছে।।
গুরুদেব যেইভাবে করিতে বলিবে।মাথা পেতে সেই কথা পালন করিবে।।
হরিভক্তিবিলাসেতে লিখা আছে যাহা। পালন করিতে চেষ্টা করিবেন তাহা।।
ব্রতের পূর্ব্বদিন কর মধ্যাহ্নে আহার। ব্রতদিন সকলে থাকিবে নিরাহার।।
পরের দিন মধ্যাহ্নে করিবে আহার। কৃপা লাগি প্রণাম করিবে তাঁহার।।
পারণের সময় ঠিক ভাবেতে করিবে। তা না হইলে একাদশী নষ্ট হইবে।।
জগন্নাথের মহাপ্রসাদ জগত বিখ্যাত। পারণ করার কালে তাঁহার মাহাত্ম্য।।
নিয়ম অনুসারে জপ পূজা করিবে। ভু ল ত্রুটি সর্ব্বদিকে লক্ষ্য রাখিবে।।
যে স্থানে থাকিয়া ব্রত পালন করিবে। সমাপ্তি কাল তক স্থান না ছাড়িবে।।
অনাহারে যে জন ব্রত করিতে নারিবে। শাস্ত্র সিদ্ধান্ত মতে বিচার করিবে।।
ফল-মূল দুধ-দধি গ্রহণ করিবে। আটা অন্ন আদি দ্রব্য বর্জ্জন করিবে।।
একাদশীর দিন নিদ্রা ত্যাগ করিবে। অসমর্থের জন্য ক্ষমা মাগিয়া লইবে।।
জীব কৃষ্ণের নিত্যদাস স্বীকার করিয়া। ভগবানের সঙ্গে কিছু তুলনা না দিয়া।।
অন্ন-ব্যঞ্জনাদি দ্রব্য নিবেদন কর। উপবাসিজনে তাহা গ্রহণ না কর।।

যদি বল প্রসাদের কি হইবে উপায়। তাহার উপায় শুন করিয়া নিশ্চয়।।
শিরেতে ধরিয়া তাহা প্রণাম করিবে। চৌদিকে ঘিরিয়া হরিকীর্ত্তন করিবে।।
পারণের অন্তে তাহা গ্রহণ করিবে। এইভাবে প্রসাদের মর্য্যাদা বাড়াবে।।
দান গ্রহণেতে পুণ্য হইবে যে ক্ষয়। সেইজন্য সেই দিন দান নাহি লয়।।
সমর্থ হইলে দান কর দ্বাদশীতে। তাহার অনন্ত ফল আছে ভাগবতে ।।
বিদ্ধার কথা এবে শুন দিয়া মন। পূর্ব্ববিদ্যা ত্যাগ শাস্ত্রে করয়ে গণন।।
দশমী, দ্বাদশী, ত্রিস্পৃদাদি বহু হয়। তাহার মীমাংসা বিধি শাস্ত্রেতে লিখয়।।
বিদ্ধা যুক্ত একাদশী গান্ধারী করিল। সেইজন্য শত পুত্র নিধন হইল।।
সীতাদেবীর বনবাস একই প্রকার। সেইজন্য বিচারাদি করিবে তাহার।।
তুমি যদি সেই বিচার করিতে না পার। নিঃসন্দেহে দ্বাদশীতে ব্রত তবে কর।।
একাদশীর মত ব্রত আর কিছু আছে। তাহাদের নাম এবে লিখা হইতেছে।।
গৌরপূর্ণিমা, রাধা-কৃষ্ণ জন্মাষ্টমী। নৃসিংহ, বামন, শিব, অদ্বৈত সপ্তমী।।
শ্রীরাম নবমী, নিত্যানন্দ ত্রয়োদশী। এই প্রকার আছে যত হও উপবাসী।।
প্রতিটি ব্রতের ফল অনন্ত অপার। যে করে সে পায় সে হইবে উদ্ধার।।
একাদশী ব্রত কথা পড়িলে পড়ালে। শুনিলে শুনালে তার সম ফল মিলে।।
একাদশীর কথা নিত্য যে করে পঠন। তাঁহার চরণ আমি করিয়ে বন্দন।।
একাদশী মহারাণী জয় ভক্তগণ। কৃষ্ণপদে ভক্তিদেহ স্বরূপের মন।।
প্রেমানন্দে হরিবল যথায় যে জন। হরিবাসরেতে মতি থাকে যেন মন।।
শ্রীগৌরাঙ্গ নিত্যানন্দ শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্র। গদাধর শ্রীবাসাদি গৌরভক্তবৃন্দ।।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ। হরে কৃষ্ণ হরে রাম শ্রীরাধে গোবিন্দ।।

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।।

নিতাই গৌর হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল।
হরি বলরে হরি বলরে, হরি বলরে হরি বল...........।।

জয় জয় শ্রীরাধে..................................শ্যাম।।

প্রকাশকের প্রকাশিত গ্রন্থ সমূহ —

১। শ্রীগিরিরাজ পরিক্রমা মার্গ। ২। শ্রীগদাধর চরিতামৃত। ৩। নবদ্বীপে ৯ দ্বীপের বর্ণন। ৪। শ্রীশ্রী ৮৪ ক্রোশ ব্রজমণ্ডল। ৫। শ্রীশ্রী ৮৪ ক্রোশ ব্রজমণ্ডল মানচিত্র দর্শন। রেজি০নং - এল্. ১৯৮৬৭. (এই মানচিত্রে বৃন্দাবন, মথুরা, গোবর্দ্ধন, গোকুল, রাধাকুণ্ড, নন্দগ্রাম, বর্ষাণা, কাম্যবন আদি গ্রামগুলি রাস্তাসহিত দক্ষিণ এবং বামপার্শ্বে স্থিত মন্দির-কুণ্ড- লীলাস্থানগুলি সুন্দরভাবে চিহ্নদ্বারা অঙ্কিত আছে।) ৬। শ্রীরাধাকুণ্ডের গোপনতত্ত্ব। ৭। বৃহৎ নিয়মসেবা ও দামোদর মাস ৮। নিয়মসেবা ও দামোদর মাস। ৯। শ্রীবাস চরিত। ১০। শ্রীহরিনাম তত্ত্ব। ১১। শ্রীজগন্নাথজীউর প্রকট তথা মহিমা বর্ণন। ১২। পূজা পদ্ধতি ও সকাল সন্ধ্যার কীর্ত্তন। ১৩। শ্রীবৃন্দাবন দর্শন। ১৪। শ্রীশ্রীএকাদশী মাহাত্ম্য এবং ব্রত কথা। ১৫। শ্রীশ্রী ৮৪ ক্রোশ ব্রজমণ্ডল সীমা পরিক্রমা পদ্ধতি। ১৬। হস্ত-পদ-স্বরূপ চিন্তন। ১৭। শ্রীরাধাকুণ্ডে নিত্য-পূজিত কিছু বিগ্রহ। ১৮। শ্রীরাধাকুণ্ডের ভজনস্থলী (চিত্র)। ১৯। শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর বৃন্দাবনাগমন। ২০। ব্রজধামে স্থিত কিছু পর্ব্বত তথা কুণ্ডের মানচিত্র। ২১। ব্রজধামে শ্রীকৃষ্ণের লীলানুসারে কিছু চিত্র। ২২। চিত্রে চৌষট্টি মহান্তের ভোগমালা। ২৩। চিত্রে তিন প্রভু এবং শ্রীরাধাকৃষ্ণের হস্ত-পদ চিহ্ন দর্শন। ২৪। শ্রীশ্রীরাধা-প্রেমভিখারীর প্রেম-তরঙ্গ। ২৫। শাস্ত্রীয় সঙ্গীত শিক্ষা পদ্ধতি। ২৬। সঙ্গীত রঙ্গে ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা। ২৭। শ্রীমতী রাধারাণীর অষ্টোত্তর শতনাম। ২৮। শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর অষ্টোত্তর শতনাম। ২৯। শ্রীমতী রাধারাণীর আবির্ভাব প্রসঙ্গ। ৩০। কীর্ত্তনরঙ্গে রাধাকুণ্ডের মহিমা। ৩১। জন্মলীলা কীর্ত্তন। ৩২। শ্রীশ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর অষ্টোত্তর শতনাম। ৩৩। শতনামাবলী। ৩৪। রঙ্গিন ৮৪ ক্রোশ ব্রজমণ্ডলের মানচিত্র। ৩৫। রঙ্গিন তিন প্রভু ও শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের হস্তপদচিহ্ন দর্শন (চিত্র)। ৩৬। শ্রীমদ্ ভগবদ্গীতা। ৩৭। পরিকর ও গৌর কথা। ৩৮। তত্ত্ব ও শ্রীকৃষ্ণ কথা। ৩৯। শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত ৪০। শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

প্রচারানুকূল্য— ২০.০০ টাকা (20.00)

শ্রীশ্রীনিতাই-গৌর কম্পূটর্স, গৌরধাম কলোনী, রাধাকুণ্ড, মথুরা।